অবশেষ দাস

কিশোরবেলা সোনার খাঁচায়

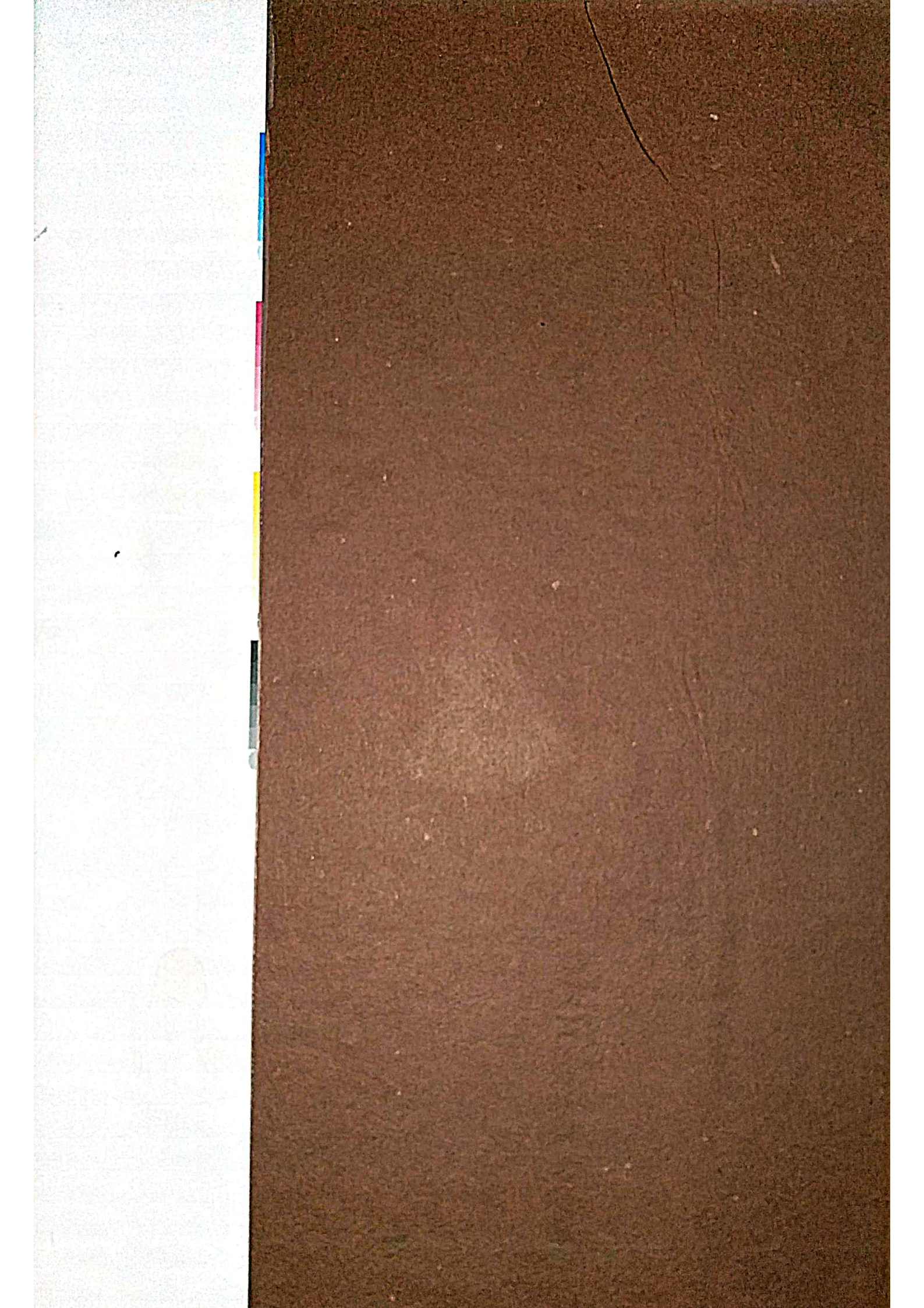

কিশোরবেলা সোনার খাঁচায়

অবশেষ দাস

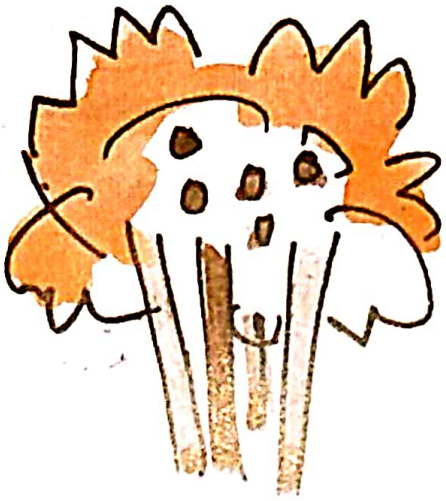

নান্দনিক
১০/২-এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

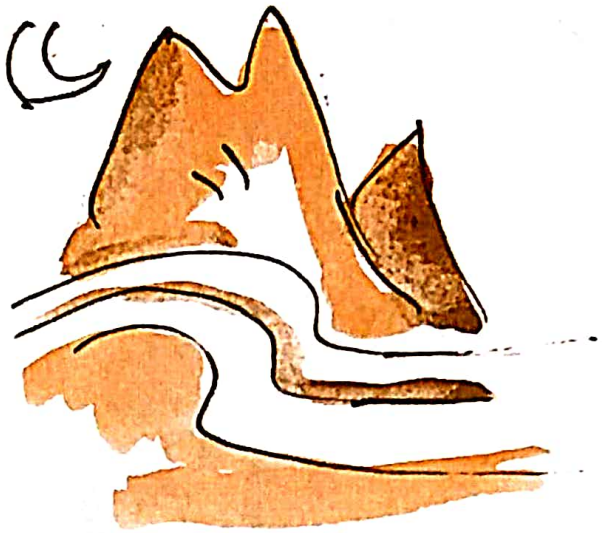

ISBN : 81-89322-00-1

প্রথম প্রকাশ ❐ মহালয়া ২০১৪

সঞ্চয় ভদ্র কর্তৃক নান্দনিক, ১০/২-এ টেমার লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত

এবং

শিল্পি প্রেস, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৬৭ থেকে মুদ্রিত।

অক্ষরবিন্যাস : কল্যাণ দাস, ২২/১বি কাঁকুড়গাছি, ২য় লেন, কলকাতা-৫৪

গ্রন্থস্বত্ব ❐ অংশিকা দাস

প্রচ্ছদ ❐ প্রবীর আচার্য

দাম ❐ ১০০ টাকা

প্রিয় নির্মলেন্দু গৌতম
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

বাংলার ছড়ার ভুবনে নতুন আগন্তুক অবশেষ। সে ঘোড়ায় চেপে আসেনি, এসেছে পায়ে হেঁটে। তার নেই শিরস্ত্রাণ, নেই ধাতব বর্ম। তার গলায় রয়েছে রঙিন উত্তরীয়। তার হাতে নেই তলোয়ারের ঝিলিক—আছে ফুলের সাজি। ফুলের মতো কথা দিয়ে ছড়ার মালা গাঁথে।

এই ছড়ার ভুবন গড়েছেন রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার, সুনির্মলের মতো কত সব মহান শিল্পী। তাই এই ভুবনে এত উজ্জ্বলতা, বর্ণময়তা, পরিপূর্ণতা।

অবশেষ ছড়ার তাপস। তার ছড়ায় আছে বন-পাহাড়ি সোনালি ঝরণার ছন্দ, আছে বরষায় ধোওয়া আকাশে ফুটে ওঠা রামধনুর রঙে ছোপানো ছবি। তার ছড়ায় আছে মানুষের হাসি-কান্নার মরমী সুর, চুণি-পান্নার মতো দ্যুতিময়। নিসর্গের ছবি আঁকতে তার কলম যেমন পরিণত, সমাজের দুঃখী মানুষের প্রতি তার দরদ তেমনি সীমাহীন।

ছড়ার ভুবনে অবশেষ নবীন আগন্তুক; তার আন্তরিক সাধনায় এই ভুবনে সে তার যোগ্য আসন অধিকার করবে—তার আবির্ভাব লগ্নে এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

অশোক কুমার মিত্র

কলকাতা-১০৬
৬ মে, ২০১৪

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

মাটির ঘরের গল্প

আমার শৈশব আমার কৈশোর

সূচি

রবির আলো ১১
ভুবনডাঙার ছেলে ১৩
কিশোরবেলা সোনার খাঁচায় ১৫
ভূত কাহিনি ১৭
হলুদ গাঁদা ১৯
আড়ি দেব না ২০
বই জ্ঞানের খই ২১
ক্রিকেট ছড়া ২২
মন জোড়া যায় না ২৩
বৃষ্টি ছড়া ২৪
বন্যা ২৫
চাঁদের ঘুম ২৬
মেঘলা মুখো ছেলে ২৭
পালকি ২৮
কম্পিউটার যুগ ২৯
সহজ ছড়া ৩০
কোলকাতার ভাগ্যলেখা ৩১
স্বপ্ন ৩৩
আঁকাআঁকি ৩৪

একটা ফুলের গল্প ৩৬
লাল ফিতে নেই ৩৭
ঝিকিমিকি ৩৮
দুই বাংলার ছড়া ৩৯
এক ফোঁটা দাও রক্ত ৪০
স্বাধীনতার স্বপ্ন ৪২
একুশের গান ৪৩
আলোর পাখি ৪৪
ওদের কথা ৪৬
তোমায় দেখি ৪৭
প্রকৃতির প্রতিশোধ ৪৮
প্রতিশ্রুতি ৪৯
ভারতবর্ষ ৫১
চার লিমেরিক ৫৩
মহাপুরুষ ৫৪
বাবা ও মেয়ে ৫৬
আঁকতে গিয়ে ৫৮
শান্তিনিকেতন ৫৯

রবির আলো

আমার রবি ভোরের মুকুল
আতা গাছের তোতা,
কুমোরপাড়ার তিনপাহাড়ি
ছড়াচ্ছে নম্রতা।

আমার রবি সাত-সকালে
জীবনস্মৃতির পাতা,
বলাই দেখে সহজপাঠ আর
শিমূল গাছের মাথা।

আমার রবি দুপুরবেলা
তালগাছে দেয় উঁকি,
ডাকঘর থেকে নৌকাডুবি
রাজার মুখোমুখি।

আমার রবি বিকেলবেলা
ভুবনডাঙা খালি
সুভা, ফটিক, তারাপদ
হয় না চোখের বালি।

আমার রবি সন্ধ্যাবেলা
বিসর্জনের বাঁশি,
কালান্তরে সানাই বাজে
চন্দরার হয় ফাঁসি।

আমার রবি অষ্টপ্রহর
ছন্দতে সুর তোলে,
আমার রবির আমি'র ভেতর
পান্না-চুণী দোলে।

আমার রবির অনুভবে
প্রাণের প্রদীপ জ্বালো,
এই জগতের সবকিছুতো
রবির ছোঁয়ায় আলো!

ভুবনডাঙার ছেলে

আমি তো ভুবনডাঙার ছেলে
আমি রোজ স্বপ্ন দেখি
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে।

আমি তো রাঙামাটির পাড়া
যেখানে স্বপ্ন বলে,
হাত দু'খানি বাড়া।

কোপাই-এর ছলাৎ ছলাৎ চলা
গাছেদের ছায়ার ভিতর
রোদের কথা বলা।

খোয়াই-এর পথ গিয়েছে বেঁকে
দুপুরের ক্লান্ত চিলের চোখ দু'খানি
সব নিয়েছে এঁকে।

আমি তো বিকেলবেলার রোদে
পাতাদের নূপুর শুনি
হারাই অন্য বোধে।

আমি তো গল্প-সন্ধ্যাবেলা
খুঁজে যাই ভেতর থেকে
জীবনপুরের মেলা।

কবি তো দাঁড়িয়ে আছেন কাছে
পাখিটা শিস দিয়ে যায়
পলাশ ফুলের গাছে।

তিনি তো গীতাঞ্জলি হাতে
মাথাতে হাত রেখেছেন, ধন্য আমি
স্বর্ণালী প্রভাতে।

কিশোরবেলা সোনার খাঁচায়

অনেকটা পথ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কিশোরবেলা
ধোঁয়া-ধূসরিত স্বপ্নের ঘরে করছে নীরব খেলা।

সে খেলার রং নিকানো উঠান, শিশিরভেজা ঘাসে
ঢাকা পড়ে গেছে পথের ধুলোয়, সবুজের চারপাশে।

পাঠশালা ছিল পথের বাঁকেতে, ছোটো এক চালাঘর
তখন ছিল না হিংসা-বিভেদ, কে-কার আপন-পর।

ঘরের অদূরে বাঁশের সাঁকো, সাঁকো পেরোলেই মাঠ
মাঠের ওপারে আমের বাগান, ডুব সাঁতারের ঘাট।

জল টলমল কলমিলতা, ঝিকমিক করে রোদ
তখন ছিল না চলার পথে, কাণ্ড-বিবেক বোধ।

তখন ছিল রাখাল বালক, গাজনতলার মেলা
শিউলি ফুলের নরম কুঁড়ি, দিঘিতে ছিপ ফেলা।

বন্ধু ছিল নবীন-মাধব, যাদব-সুবোধ রতন
বন্ধু ছিল গাছগাছালি সবার মনের মতন।

খেলতে খেলতে পড়ত বেলা, ফুটত সাঁঝের তারা
তুলসীতলায় জ্বলত প্রদীপ, পেতাম ঝিঁঝির সাড়া।

ঘরের দাওয়ায় দোল্‌না ছিল, জানলা ছিল ভাঙা
খেলত ঘরে চাঁদের আলো, ডাকত ভুবনডাঙা।

ডাকত আমার শ্রাবণধারা, পৌষমেলার গান
বাবুই পাখির ছোট্ট বাসা, পানকৌড়ির স্নান।

পড়াশুনায় মন ছিল না, এ মন শঙ্খচিল
ফিরবে না আর একটুও হায়! সেসব অঙ্ক মিল।

মা বলত, 'ধন্যি ছেলে, দত্যি তুই একরত্তি'
সুখের সেদিন অনেক দূরে-হারিয়ে গেছে সত্যি!

রং-তুলিতে সেসব দিনের সুখের ছবি আঁকি
কিশোরবেলা সোনার খাঁচায়—স্পর্শ পেতে ডাকি।

ভূত কাহিনি

কাদের বাড়ি ভূতের বাসা
কেইবা দত্যি - দানো ...
সাত পুরুষে ভূত দেখিনি—
তোমরা কিছু জানো ?

ভূতের গল্প হাজার আছে
লম্বা - বেঁটে - সরু,
কেউ শুধু খায় গোবদা মানুষ
কেউবা শুকনো তরু ।

গল্পে গরু গাছে ওঠে
ভূতও থাকে গাছে,
আবার কুয়োর অন্ধকারে
নয়তো নদীর মাঝে।

ভূতেরা নাকি ঘরেও থাকে
বদ্ধ চিলে কোঠায়,
আর শুনেছি লুকিয়ে আছে
সবুজ পাতার বোঁটায় ।

ভূতের পরান লাফায় নাকি
রামঠাকুরের নামে ,
কেউবা হাতে তাবিচ জড়ায়
অনেক টাকা দামে ।

আসল কথা , ভূতের টিকি
ছিল না কোনও যুগে ,
ভূত এসেছে , ভূত হেসেছে
হাজারটা হুজুগে ।

যাক্ সে কথা সময় হলেই
ভূত পালিয়ে যাবে ।
জ্ঞানপাপীরা সত্যিটুকু
এই যুগে কি ভাবে ?

হলুদ গাঁদা

একটা ফড়িং উড়তে উড়তে দূরে
বলল আমার, 'তুই এক ভবঘুরে' ।

আকাশ জুড়ে মেঘের আসা-যাওয়া
বলল, 'তোকে দিলেম ছুটির হাওয়া' ।

ফুল, পাখি আর সবুজ গাছের সারি
বলল, 'খোকা পড়ছিস পাত্তাড়ি' ।

জল থইথই কলমিলতার মাথা
বলল, 'আমি পুচ্‌কে ব্যাঙের ছাতা' ।

পাতার ফাঁকে রোদের লুকোচুরি
বলল, 'করিস তুই তো বাহাদুরি' ।

খুকুর মাথায় রঙিন ফিতে বাঁধা
বলল, 'হ'বি একটা হলুদ গাঁদা'?

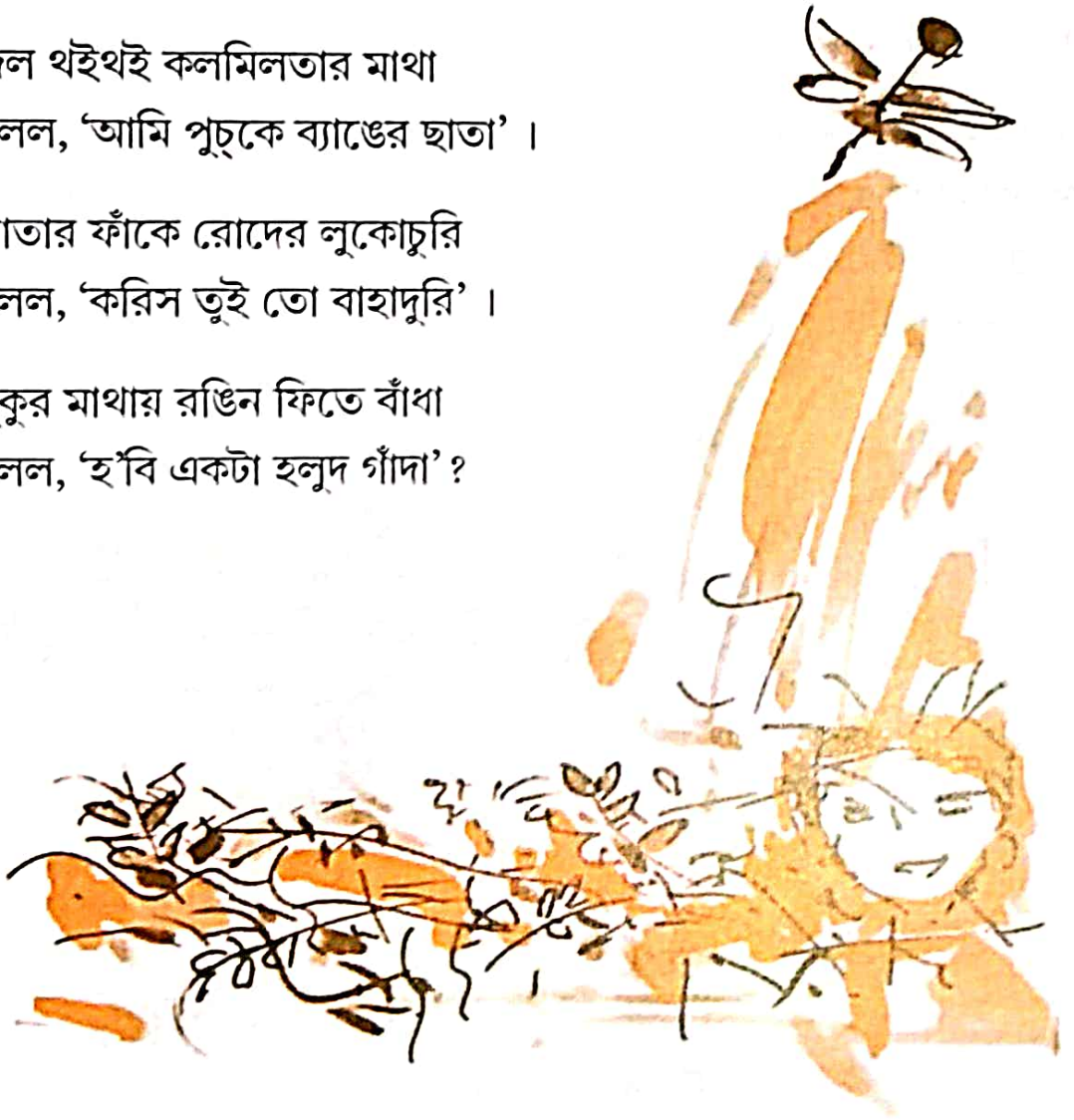

আড়ি দেব না

ধান দেব না, পান দেব না
টান দেব না চুলে,
কান দেব না বেভুল কথায়
মান দেব না ভুলে।

বাঁধ দেব না, ফাঁদ দেব না
বাদ দেব না ভাগে,
ছাদ দেব না মাথার উপর
চাঁদ দেব না রাগে।

ধার দেব না, ছাড় দেব না
তার দেব না শাড়ি,
মা'র দেব না দুই চোখে জল
আর দেব না আড়ি।

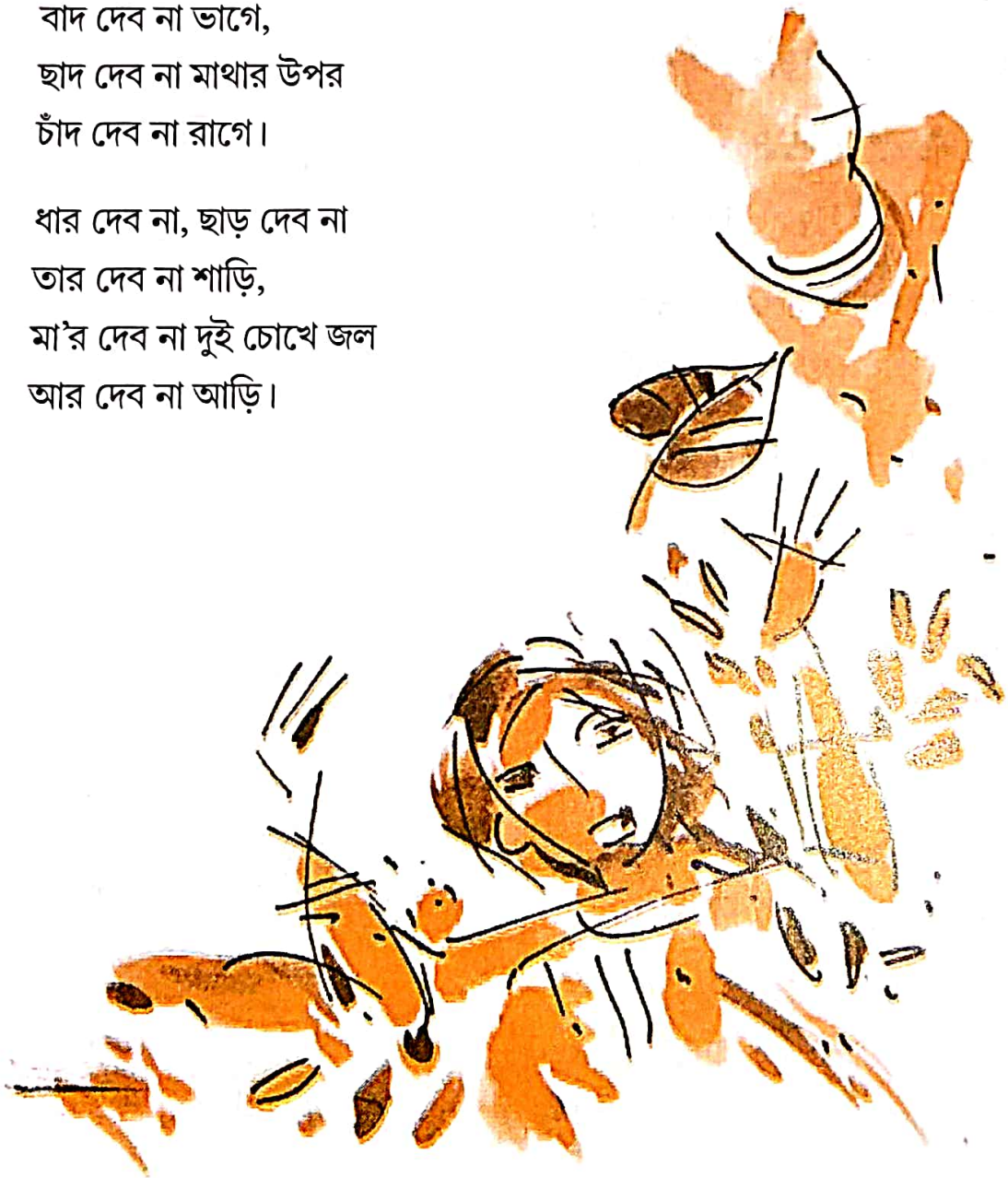

বই জ্ঞানের খই

বই মেলাতে বই থৈ থৈ
বই . . . বই . . . বই . . . বই . . .
বই মেলাটা অন্য রকম
ছড়িয়ে জ্ঞানের খই।

খই কুড়োলে সূর্য পাবে
চাঁদটা পাবে হাতে,
ভুল বুঝিয়ে ফুল ঝরাতে
পারবে না বজ্জাতে।

বইয়ের মলাট রঙ বেরঙের
প্রাণের ভাষা বাংলা,
বইয়ের পাতায় পোহাচ্ছে রোদ
সবুজ জলা-জংলা।

বইয়ের পাতায় রবীন্দ্রনাথ
লালন ফকির, চণ্ডীদাস . . .
বই নদীতে ডুব দিয়ে তুই
কক্ষণো কি গণ্ডী পাস?

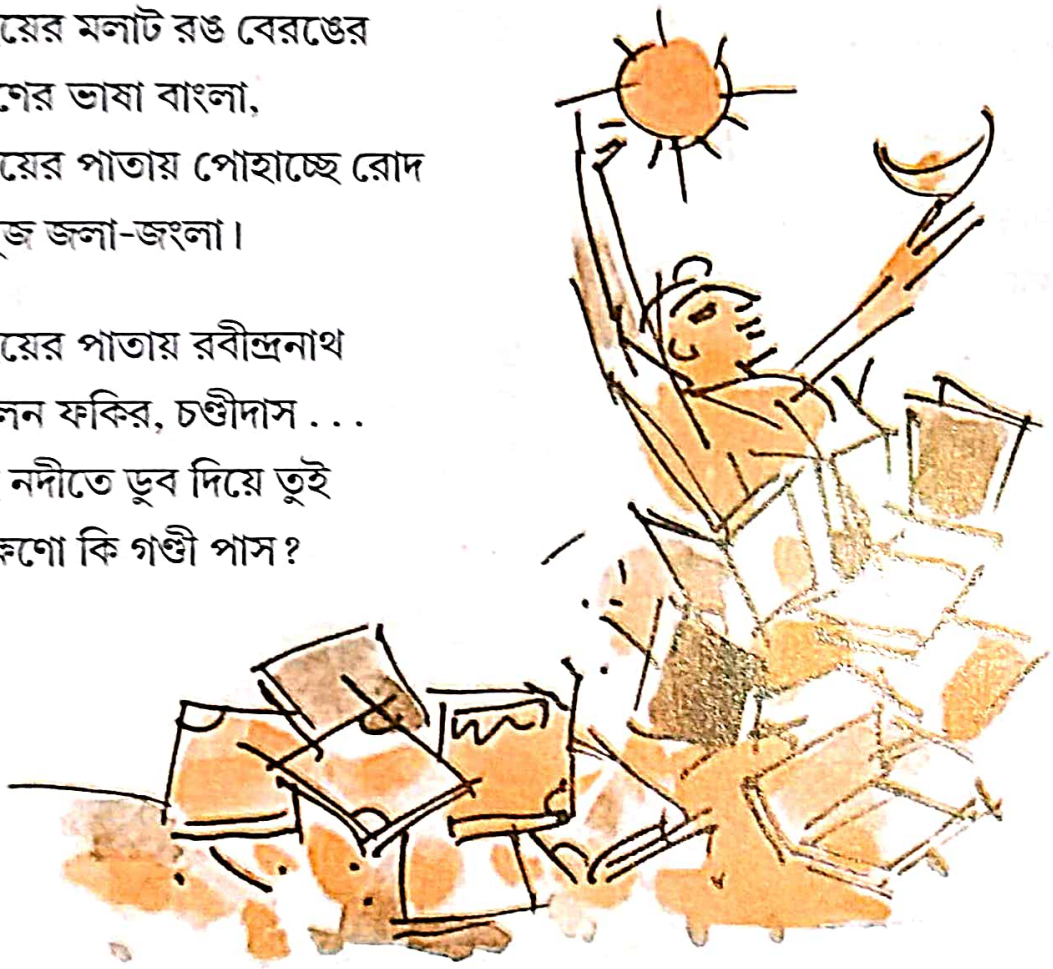

ক্রিকেট ছড়া

পঁচিশ বলে সেঞ্চুরি
ব্যাপারখানা ভীষণ কঠিন
তারচে সহজ প্লেন চুরি।

আগুনে বোলিং হ্যাট্রিকে
ঠিক যেন ভাই সাতটা লেটার
সত্যযুগের ম্যাট্রিকে।

স্লিপের কাছে ক্যাচ
ঈগল পাখির শিকার ধরা
ছাড়লে যাবে ম্যাচ।

দাঁড়িয়ে মাঠে আম্পায়ার
আঙুল তুলে আউট দিলে
স্তব্ধতা দেয় জাম ছায়ার।

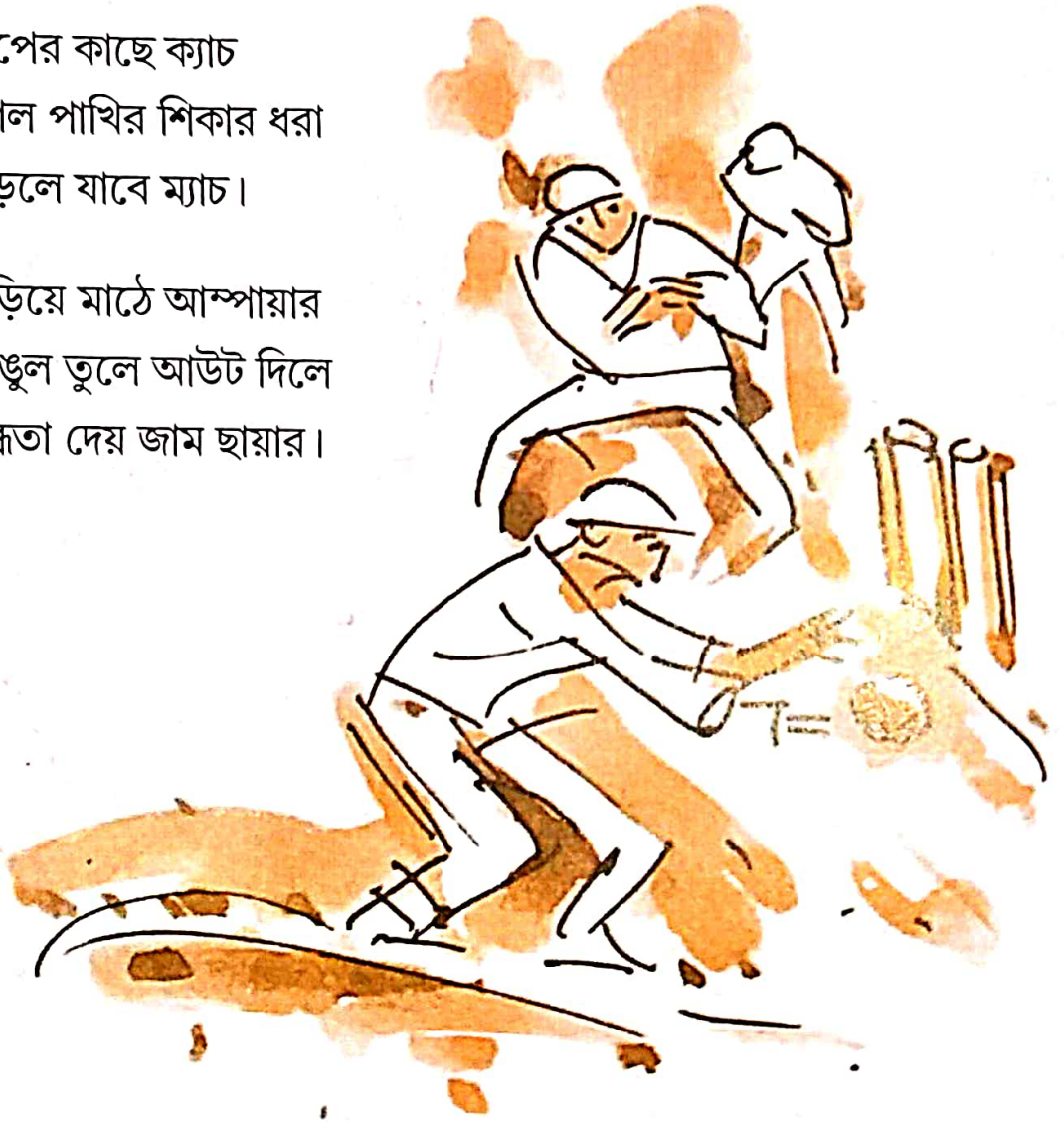

মন জোড়া যায় না

হালুম ডাকে, ভালুম ডাকে
হুক্‌য়া - হুয়া কই?
বড়বাজারে গেছেন তিনি
কিনতে বিরাট ছই।

ছইয়ের গায়ে মই টাঙানো
মইয়ের উপর ব্যাঙ;
ব্যাঙ বাবাজি আছাড় খেয়ে
ভাঙলো দুটো ঠ্যাঙ্।

ঠ্যাঙ্ ভেঙেছে বেশ হয়েছে
ব্যাঙ তো এখন খোঁড়া;
ভাগ্য ভালো মন ভাঙেনি
যায় না তো মন জোড়া।

বৃষ্টি ছড়া

আষাঢ়-শ্রাবণ বৃষ্টিমেলা
আকাশ মাখে কালি,
মেঘ ঢেকে দেয় জ্যোৎস্না-আলো
চাঁদের চোখে বালি।

জল থই থই শাপলা-শালুক
টাপুর-টুপুর গান,
এই ক'টা দিন সবুজ গাছের
বৃষ্টি মেখে স্নান।

কদমতলায় ব্যাঙের ছাতা
মাছরাঙা, বক ওড়ে . . .,
তেমন করে সূর্যটাকে
যায় না দেখা ভোরে।

দারুণ দারুণ অন্যরকম
আষাঢ়-শ্রাবণ বেলা,
ঠিক যেন এক নক্‌শি কাঁথায়
রামধনু রঙ খেলা।

বন্যা

বন্যা এলো গ্রাম ভাসাতে কন্যাকে নাও কোলে,
ঘরের চালে উনুন তুলে ইলিশ খাব ঝোলে।
কিংবা খাব বোয়ালের ঝাল কলমীর ডগা ভাজা
সব ভেসে যায়, পাই না তফাৎ কে প্রজা কে রাজা।

বন্যা আসে কন্যা ভাসে হাত তুলে সে ডাকে—
বন্যা অতি ভয়ঙ্করী, রান্না পড়ে থাকে।

রান্না ঘরে চাল বাড়ন্ত ঘরের চালে ফিঙে
শালিক পাখি রোদ পোহাচ্ছে শান্ত গরুর শিঙে।
গরুগুলো স্কুল দাওয়াতে ছাগলেরা তদ্‌রূপ
বিদগ্ধজন রায় দিয়েছেন, 'এ প্রকৃতির বিদ্রুপ।'

গ্রাম ঘুমিয়ে জলের নীচে ঘরের চালা জেগে
জলের ধারে বাড়ছে ক্রমে বাতাস বইছে বেগে।
ধবধবে চাঁদ মুখ দেখাচ্ছে গ্রাম ডোবানো জলে
ঠিক যেন এক মস্ত দিঘি আলো আলো উৎপলে।

বন্যা আসে বন্যা যায় বন্যার মা নদী
তোমার কাছে আমার যাওয়া এমন হতো যদি?
কেমন করে সইতে তুমি এমন ঝালাপালা!
তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম শাপলা ফুলের মালা।
আর এসো না এমন করে আর ভেঙো না ঘর
এত কেন ভাসাও ডোবাও আমরা কি আর পর?

চাঁদের ঘুম

চাঁদ বলল ‘জ্যোৎস্না দিলাম
লাল টুক্ টুক্ ফুলে,
সবুজ গাছের পাতায় পাতায়
মেঘবালিকার চুলে।’

ফুল বলল, চাঁদ মামাকে
‘তোমার সাথে আড়ি,
সকাল হলে কেন তুমি
রোজ চলে যাও বাড়ি?’

ফুলকে ডেকে গাছ বলল,
‘দিলেম তোকে চুমু,
জানিস না তুই দিন-দুপুরে
চাঁদ-মামা দেয় ঘুমু?’

মেঘলা মুখো ছেলে

ওই ছেলেটা কাগজ কুড়োয়
বোতল কুড়োয় রোজ,
পেটের জ্বালায় হাতও পাতে
কেউ রাখে না খোঁজ।

মা ছিল না মাথার কাছে
জন্ম থেকেই পথে,
কোল চড়েনি, দোল চড়েনি,
ভালোবাসার রথে।

কোথায় বাবা কেউ জানে না
প্রশ্নও নেই নিজের,
পাড়ার লোকে আঙুল তোলে
'ওটা' তো হাওড়া ব্রিজের!

উসকো চুলের ওই ছেলেটা
ফুটপাতে শোয় একলা,
পুজোর দিনে হঠাৎ যেন
মুখখানা ওর মেঘলা।

বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি নামে
ওর দু'চোখের পাতায়,
ওর দু'চোখে আষাঢ়-শ্রাবণ
আটকাবে কোন্ ছাতায়!!

পালকি

ছয় বেহারা পালকি কাঁধে
পালকিতে যায় বর,
পুতুল খেলা ভুলে খুকু
বাঁধবে নতুন ঘর।

নতুন ঘরে খুকুর জন্যে
পুকুর ভরা মাছ,
ফুলের বাগান, সন্ধ্যাপ্রদীপ
একটা তুলসী গাছ।

খুকুর জন্যে তিন সুপারি
কুনকে ভরা ধান,
গোয়ালভরা পাঁচটা গরু
সাতটা সাঁচি পান।

পালকি চলে, পালকি চলে
খুকুর চোখে জল,
একটা ডোবায় শাপলা-শালুক
করছে যে টলমল।

খুকুর পালকি কোথায় গেল
পালকি এখন নেই,
ঠাকুরদাদার বিয়ের গল্পে
যা দেখেছি—সেই!!

কম্পিউটার যুগ

বদলে যাচ্ছে এই পৃথিবী
হাজারটা হুজুগে,
আমরা সবাই আবর্তিত
কম্পিউটার যুগে।

রোবট খেলছে ক্রিকেট মাঠে
কেউ চলেছে মঙ্গলে,
দূষণ লীলা বাড়ছে ক্রমে
আগ্রহ তাই জঙ্গলে।

জলের তলায় যুদ্ধ জাহাজ
বোতাম টিপে রক্তপাত,
পরমাণু চুক্তি খেলায়
ধরছে সবাই শক্ত হাত।

নেপোলিয়ন কেমন আছেন!
হচ্ছে খোঁজা প্ল্যানচেটে।
এই বাঙালি জগৎ সভায়
থাকছে না আর ফ্যান চেটে।

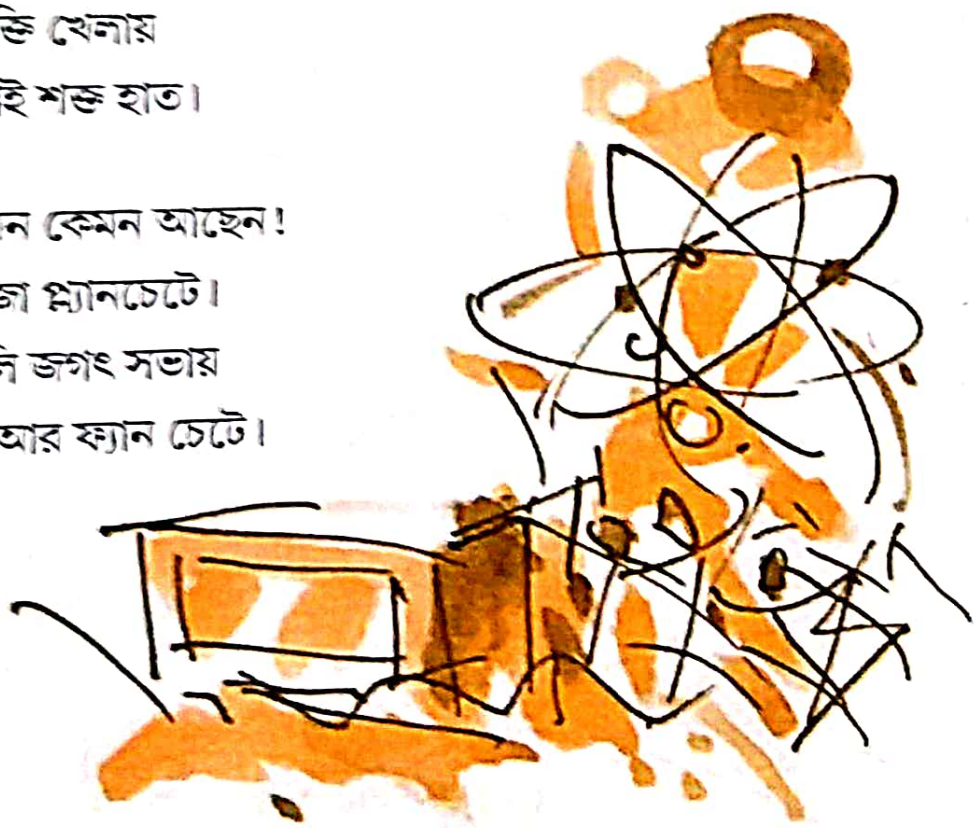

সহজ ছড়া

আমার বাঁশি তোমায় দিলাম
বাজাও
রঙবেরঙের ফুলও দিলাম
সাজাও
সামনে নদী নৌকা ভাসে
চড়ো
রোদের খেলা মুঠোর মধ্যে
ধরো
সুর লাগিয়ে নামতা পড়তে
পারো
ভরদুপুরে ঘুমের কথা
ছাড়ো
আমার স্বপ্ন তোমার চোখে
ভাসে
দুর্গাপুজোর গন্ধফোটে
কাশে।

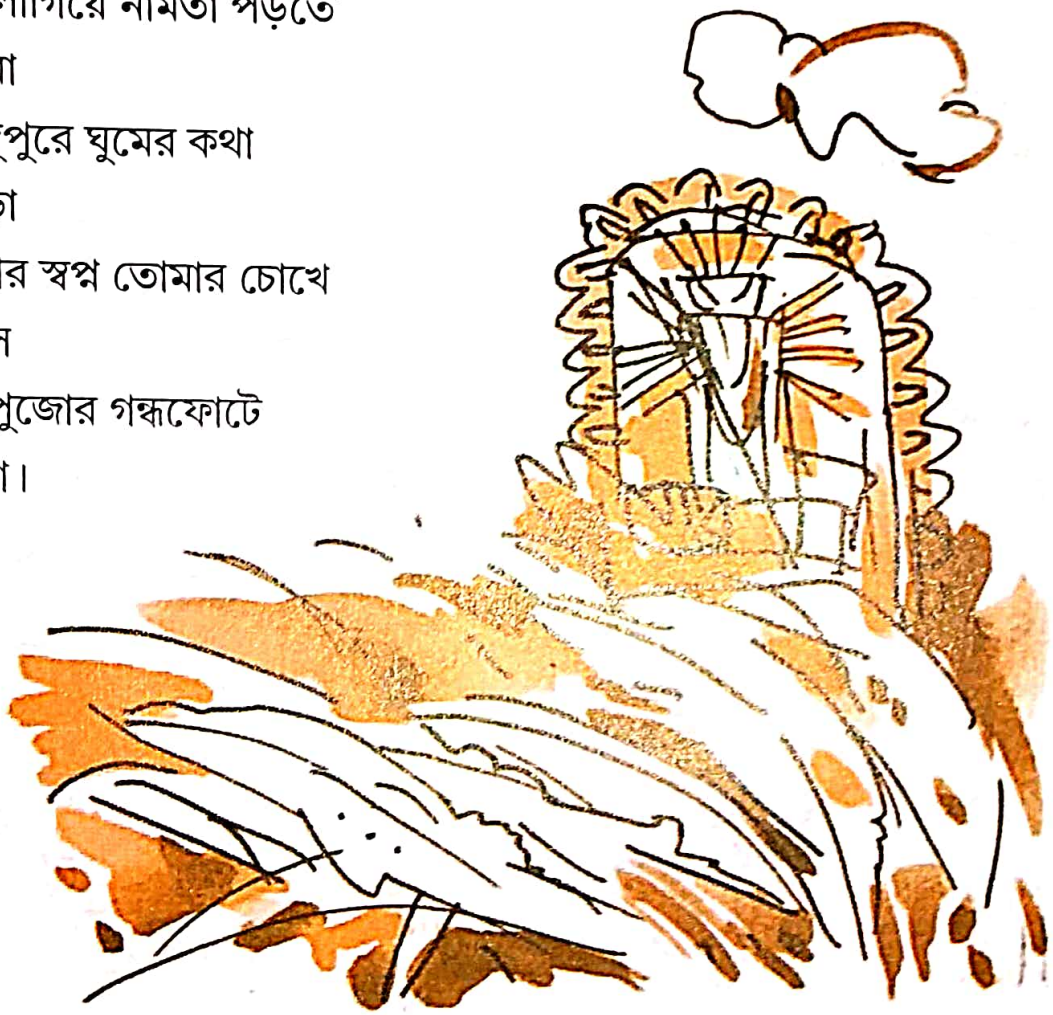

কোলকাতার ভাগ্যলেখা

বার্তা পেলাম কোলকাতার
ভেবেই হলাম বোকা,
শহর জুড়ে রক্ত খাচ্ছে
হাজারটা ছারপোকা।

কোথ্থাও আর সবুজ নেই
জল মিশেছে বিষে,
হার্টের রোগে অনেক মানুষ
যাচ্ছে না আপিসে।

কালো ধোঁয়ায় শহর ঢাকা
যায় না আকাশ দেখা,
তিলোত্তমা কোলকাতার আজ
এ কোন্ ভাগ্য-লেখা?

লক্ষ মানুষ বধির এখন
খাচ্ছে খাবি বেড়ে,
ধর্মতলায় বক্তৃতা দেয়
নাম-করা কমরেডে।

পায় না শহর আশার আলো
ভাসার মতো কিছু,
কোলকাতা আজ দূষণ লীলায়
সবার কাছে নিচু।

বিজ্ঞাপনের হিড়িকটা তাই
ছাড়িয়ে গেছে সীমা,
হয়নি শুধু কোলকাতাটার
রক্ষা করার বীমা।

তাইতো বলি, কোলকাতা যে
সব শহরের সেরা,
এই বয়েসে দাঁড়িয়ে কী আর
শৈশবে যায় ফেরা?

স্বপ্ন

স্বপ্ন দেব স্বপ্ন দেব
আঁচল কোথায় তোর?
একফালি চাঁদ এমনি দেব
সামনে হাসে ভোর।

স্বপ্ন দেব স্বপ্ন দেব
কোথায় রে তোর হাত?
আলোর পাখি সামনে এলে
পালিয়ে যাবে রাত।

আর কী দেব ? স্বপ্ন ছাড়া
উজানতলির গাঁ,
লাল টুকটুক রক্তজবা
ঘোমটা পরা মা।

স্বপ্ন দেব স্বপ্ন দেব
তোর হাতে এক মুঠো
করিস নে ভাই, কষ্ট পাব
স্বপ্ন ভেঙে দুটো।

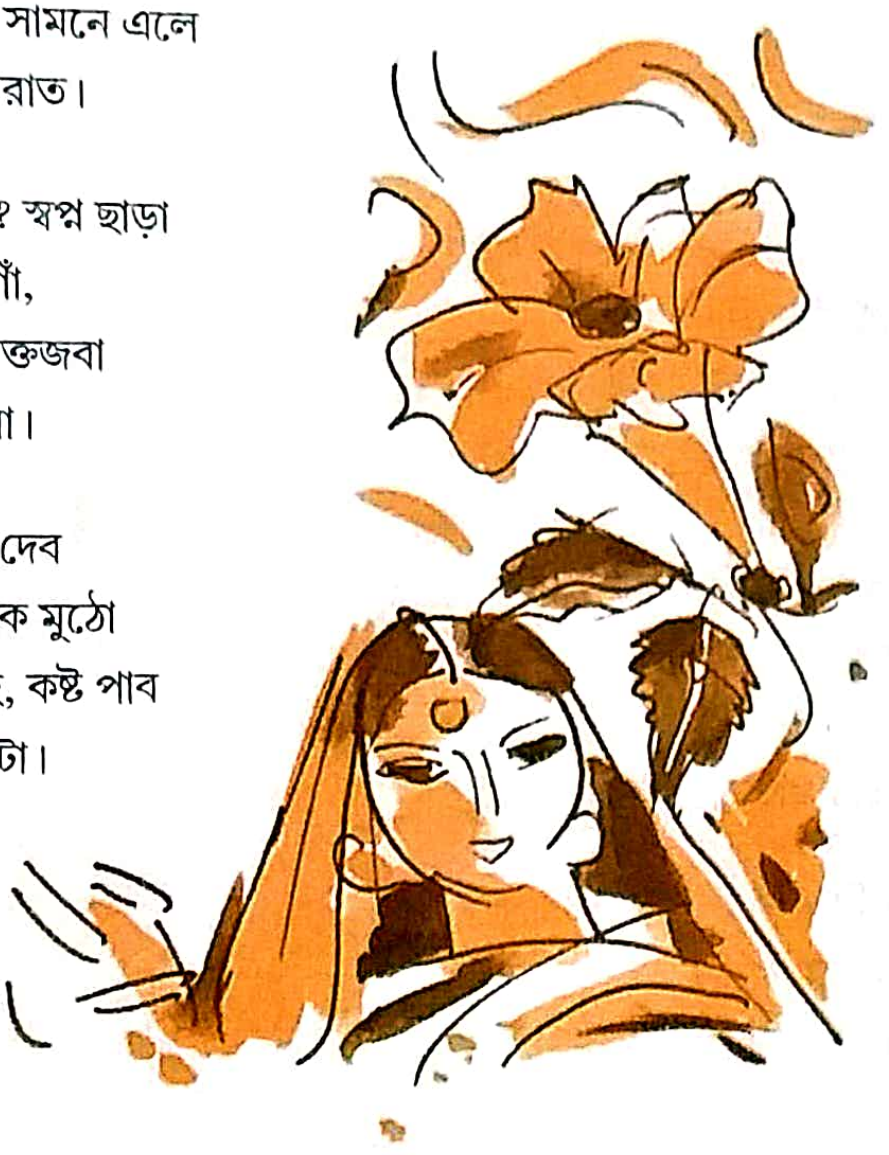

আঁকাআঁকি

একমনে আমি আকাশ এঁকেছি
নদীটা এঁকেছি অর্ধ
তুমি কি আঁকলে সারাবেলা ধরে
দাও লিখে সেই ফর্দ।

আমার আমিকে প্রশ্ন করেছি
অনেক ভাবনা ভেবে
এইটুকুতো সাধ্য তোমার
কার কতটুকু দেবে?

রঙ-তুলি দিয়ে ধানক্ষেত আঁকি
রাজহাঁস আঁকি পুকুরে
দুপুরবেলা জিব বের করে
ক্লান্তি ঝরায় কুকুরে।

পাড়ার বিশু শিশুদের নিয়ে
যিশুকে এনেছে সামনে
বিদগ্ধজন বিশুকে বলেছে
তোর প্রতিভার দাম নে।

আমি একমনে আকাশ এঁকেছি
মেঘের দিয়েছি সরিয়ে
ওরা ভেসে গেছে স্বপন-দোলায়
আলোর আঁচল জড়িয়ে।

তুমি কি আঁকলে সারাবেলা ধরে
বনের পাখির মনটা?
যদি পারো তুমি, এঁকেই দেখাবে
শান্তির নির্জনটা।

একটা ফুলের গল্প

একটা ফুলের গল্প শোনো–
ফুলটা ছিল টবে,
ইচ্ছেতো তার, রঙ ও রূপে
সব্বার বড়ো হবে ।

ফুলের মুখে রোদ উঁকি দেয়
রোদটা ছিল মিঠে,
দখিন বাতাস হাতটা বুলায়
ফুলের নরম পিঠে।

ফুলটা দোলে , ফুলটা হাসে
সব ফুলেদের ভিড়ে,
ফুলের গায়ে রূপকথা রঙ
স্বপ্ন ছিল ঘিরে।

স্বপ্নের ছিল ডালপালা খুব
আর ছিল তার ছায়া,
ছায়ার ভিতর কায়ার সুবাস
ভুবন-জোড়া মায়া।

ফুলটা ছিল টবের গাছে
এক্কেবারে একা,
তাইতো এত সময় দিয়ে
ওর কবিতা লেখা।

লাল ফিতে নেই

ওই মেয়েটা ঘুঁটে কুড়োনি
গোবর কুড়োয় রোদে,
একটাও দিন বই পড়ে না
খায় না আঙুর-বোঁদে।

ইস্কুলে ওর নাম ওঠেনি
শেখেনি লিখতে নাম,
ওর বাবা তো বেলুন বেচে,
একটা টাকা দাম।

দুপুরবেলা আধপেটা ভাত
সন্ধেয় হাঁড়ি ফাঁকা,
মায়ের মাইনে বাসন মেজে
মাত্র কয়েক টাকা!

ওই মেয়েটার লাল ফিতে নেই
দোল্‌নাও নেই দোলার,
ধুলোয় মাখা জীবনটাকে
কেউ নেই তার তোলার।

তবুও মেয়ে আকাশ, নদী
রামধনু রঙ চেনে,
জীবন নদী সাঁতরে যাওয়া
এমনিতে যায় জেনে!

ঝিকিমিকি

একটা ছড়া স্বপ্নের দিন, নীলপরি লালপরি
আজ যদিও সাহস ধরি ভয়টাও কাল করি ।

একটা ছড়া কাঠফাটা রোদ, ঘাস শুকাচ্ছে মাঠে
আজও খুকি জল এনেছে পদ্মদিঘির ঘাটে ।

একটা ছড়া বর্ষার গান, রিমঝিমাঝিম রিমি
নদী ফুঁসছে পাড় ভাঙছে, লেজ নাড়াচ্ছে তিমি ।

একটা ছড়া শিশিরভেজা, শিউলি তলায় আলো
নরম রোদের আমন্ত্রণে মন-পাখি চমকালো ।

একটা ছড়া পাতা খসার, ফুল ফোটেনি গাছে
বেলাশেষের গানের কথা বিষাদ মেখে আছে।

একটা ছড়া শীতের পাখি, বন্ধু হতে ডাকে
বইমেলা আর বনভোজনের খবর লিখে রাখে ।

একটা ছড়া কাক-কোকিলের, দখিন বাতাস আসে
বসন্ত আজ উড়ন্ত বক চোখ মেলে সন্ত্রাসে ।

একটা ছড়া জীবন জুড়ে সহজ স্বরলিপি
রোদের মতো বোধের ঘরে করছে ঝিকিমিকি ।

দুই বাংলার ছড়া

বন্ধু তোমার কোথায় বাড়ি,
কি বা তোমার নাম ?
তোমায় দিলাম আমন্ত্রণি
জন্মদিনের খাম ।

চিঠির গায়ে লিখে দিলাম
'বন্ধু তুমি এসো'—
ইচ্ছে আছে দেখতে যাব
তোমার প্রিয় দেশও ।

বন্ধু আমি, বন্ধু তুমি
বন্ধু প্রিয় নাম
আসল বন্ধু থাকলে কাছে
হয় না বিধি বাম ।

এবার বলো, কোথায় থাকো ?
নামটা তোমার কি ?
চুপটি করে আর থেকো না
বলবে সবাই ছিঃ !

বন্ধু বলে, 'রফিক আমি
বাংলাদেশে ঘর
এপার বাংলা ওপার বাংলা
কেউ কারও নয় পর'।

আমি বললাম, বন্ধু রফিক
তোমার কথাই ঠিক
শ্রাবণ তখন বিদায় নিল
রোদ করে চিক্‌চিক্ ।

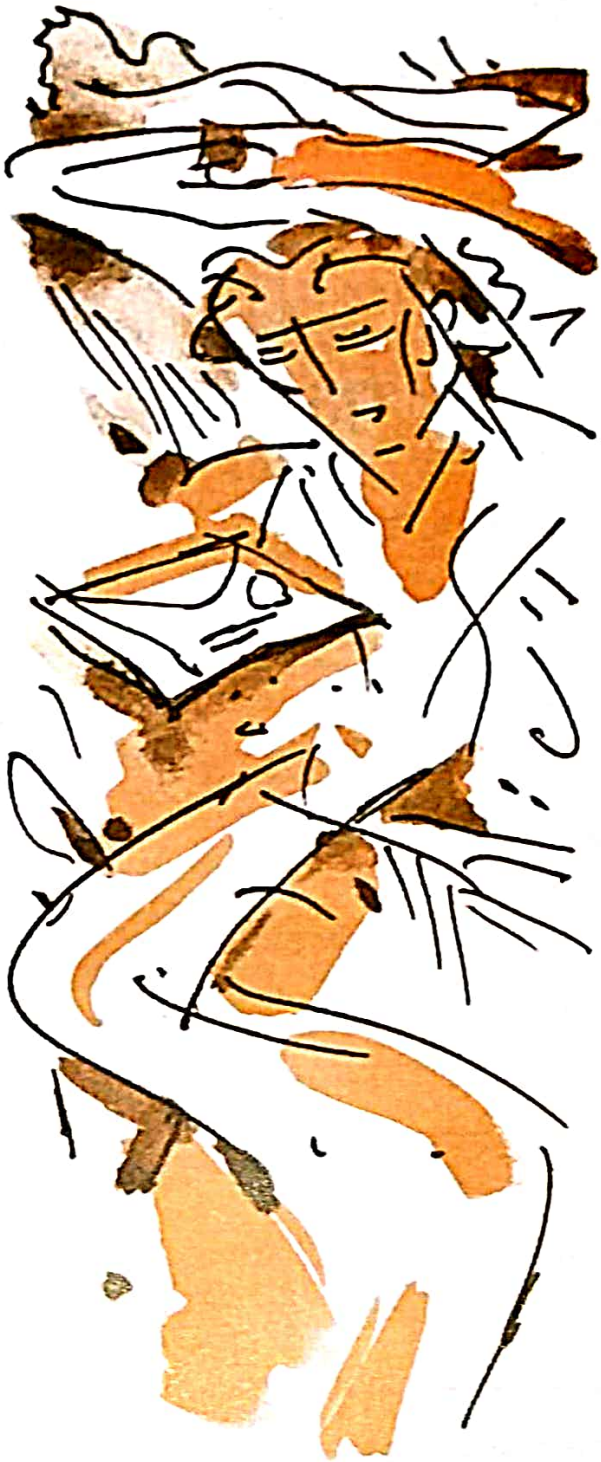

এক ফোঁটা দাও রক্ত

কি অপরাধ বলতে পারো
করেছি আগের জন্মে...
জীবন ছিঁড়ছে থ্যালাসেমিয়া
কোন্ সে অপকর্মে।

এক ফোঁটা দাও রক্ত তুমি
আর ক'টা দিন বাঁচব,
এবার পুজোয় মামার বাড়ি
ঢাকের তালে নাচব।

আর দু'একটা ইচ্ছে আছে
যেমন ধরো পূজায়,
দারুণ রকম থাকব ডুবে
দেবী দশভূজায়।

তোমায় দেব কাশের চামর
শিউলি ফুলের হাসি,
আর দেব ভাই নীলচে আকাশ
রাখাল ছেলের বাঁশি।

আমায় শুধু এক ফোঁটা দাও
বেঁচে থাকার রক্ত,
জানো জানো আমি দারুণ
ছবি আঁকার ভক্ত।

যাক্ সে কথা, দেখতে দেখতে
পা দিয়েছি সাতে...
কোনোরকম্ বেঁচে আছি
কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে।

এসব গল্প ছোট্ট অনুর
পাশের বাড়ির মেয়ে,
তার মা এখন বুকটা ভাসায়
পথের দিকে চেয়ে।

অনু এখন অনেক দূরে
আকাশ-তারা গুণতে,
ঝরা ফুলের কান্নাগুলো
পাচ্ছো না কী শুনতে?

স্বাধীনতার স্বপ্ন

সামনে আমার অবনঠাকুর
তুলি আর রং নিয়ে
আঁকছেন খুব একাগ্রতায়
সবুজ বনের টিয়ে।

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর
বিদ্যার ঢেউ দিয়ে
বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন
দেন বিধবার বিয়ে।

হে বুলবুল কবি নজরুল
বাজান বিষের বাঁশি
বাঁশির সে সুর ছড়িয়ে দিল
স্বপ্ন রাশি রাশি।

দত্ত কবি মধুসূদন
বাংলা ভাষা ছুঁয়ে
ছড়িয়ে দিলেন রঙের বাহার
টগর, বকুল, জুঁয়ে।

ভারতরতন সুভাষ বসু
দেশের চতুর্দিকে
আগুন ঝরা স্বাধীনতার
স্বপ্ন দিলেন লিখে।

একুশের গান

'রূপসী বাংলা' ফিরে ফিরে চায়
'একুশে' ভোরের দিকে,
'বোধোদয়' যেন গল্প-পাতায়
দাঁড়ের ময়নাটিকে।
'বলাকা'-র মন দূর সীমানায়
বাধার হুকুম ভুলে,
লিখে দেয়, যত গতির মন্ত্র
জীবনের উপকূলে।

'বনলতা সেন' একুশের ভোরে
পুব জানালার পাশে,
কাঁচা সোনা রোদ ফুল হয়ে ফোটে
সবুজ দুর্বাঘাসে।

পল্লীবাংলা একুশের ভোরে
'রাখাল ছেলে'কে খোঁজে,
'পদাতিক' বলে, সাম্যের কথা
প্রিয় সামাজিক ভোজে।
একুশের ভোর 'সোনার তরী'তে
মায়ের আঁচল আঁকে,
'আমাদের গ্রাম' হেসে ওঠে যেন
গড়াই নদীর বাঁকে।

এপার বাংলা ওপার বাংলা
ভুলে যায় সব আড়ি,
বিশ্বের বুকে জেগে ওঠে, শুভ
একুশে ফেব্রুয়ারি।

আলোর পাখি

হলুদ বনের পাখি
কোথায় তোকে রাখি
আমি নিজে নদীর পাড়ে
গাছের তলায় থাকি।

যা উড়ে যা দূরে
স্বপ্ন অচিনপুরে
আমি হলাম আমার দেখা
সবচে ভবঘুরে।

হলুদ বনের পাখি
আলোয় মাখামাখি
ভোর না হতেই ভোরের খবর
হাজার ডাকাডাকি।

সামনে ছোটো নদী
থমকে যেত যদি
মিথ্যা হত স্রোতের চলা
স্বপ্ন নিরবধি।

হেমন্ত মাস ভালো
শিশির ছুঁলো আলো
ঘাসের ডগায় হীরের কুচি
আনন্দ জমকালো।

বনের পাখি বনে
বাষ্প জমে মনে
হলুদ বনের সবুজ পাখি
থাকুক সঙ্গোপনে।

ওদের কথা

তোমার সাথে আমার আড়ি
আমার সাথে তোমাতে,
দেখতে দেখতে রাত বারোটা
চলো এবার ঘোমাতে।

কাল সকালে বিচার হবে
কার কতটা অন্যায়,
তুল্যমূল্য বিচার হবে
চুনি এবং পান্নায়।

সকাল হতে জান্‌লা খোলা
ঝিক্‌মিকে রোদ বারান্দায়,
ঝগড়া ভুলে ওরা দু'জন
চোখ রেখেছে নালন্দায়।

আসল কথা ঝগড়াতো নয়
স্বপ্নমাখা রূপকথা,
আড়ি আড়ি খেলার নামে
হচ্ছে দুটোয় খুব কথা।

ওরা দুজন কে কে আছে
জল্পনা আর কল্পনা,
এদের কথা খুব সাধারণ
তবুও জানি অল্প না।

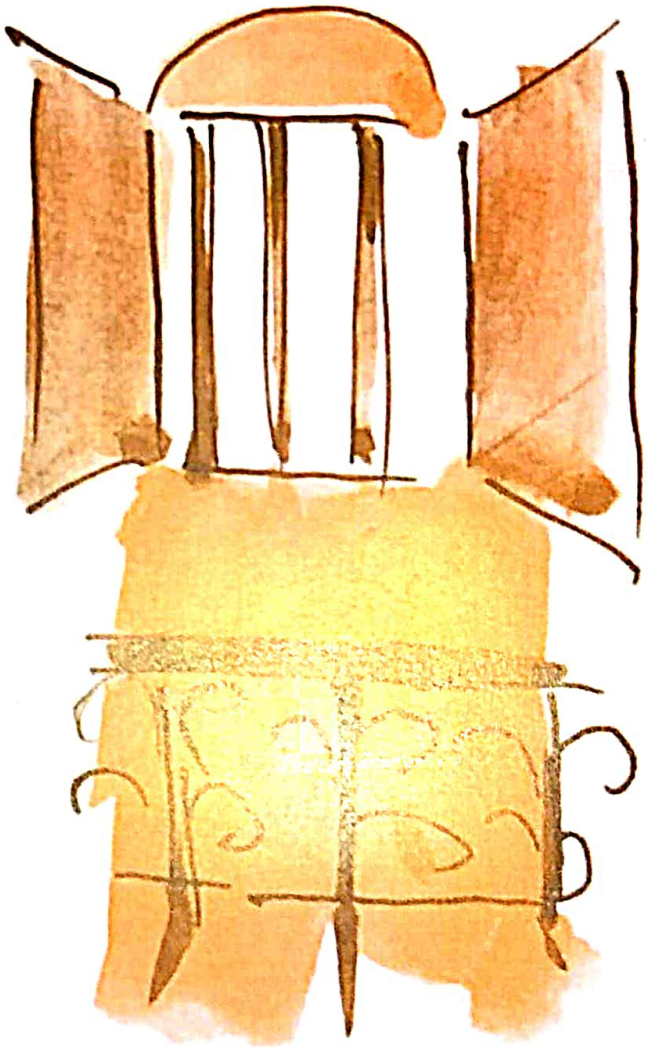

তোমায় দেখি

আকাশটাতে তারায় ভরা, আকাশটাতো নীল
ওই আকাশের আয়নাতে তাঁর
পাচ্ছি খুঁজে মিল!

দখিন বাতাস দৌড়ে বেড়ায়, দখিন বাতাস হাসে
ওই বাতাসের দোদুল - দোলায়
কে যেন যায় - আসে!

পাহাড়টাতো অনেক উঁচু, পাহাড়টাতো ডাকে
ওই পাহাড়ের শীর্ষচূড়া
প্রণাম জানায় তাঁকে!

কে তুমি ওই আকাশ নীলে, আসছ-যাচ্ছ বাতাস ঠেলে
পাহাড়টা আজ তোমার পায়ে
দিচ্ছে শ্রদ্ধা প্রাণ ঢেলে!

আমরা তোমায় স্মরণ করি, বরণ করি দীপ জ্বেলে
তোমার কীর্তি আকাশছোঁয়া
সবাই দেখি চোখ মেলে।

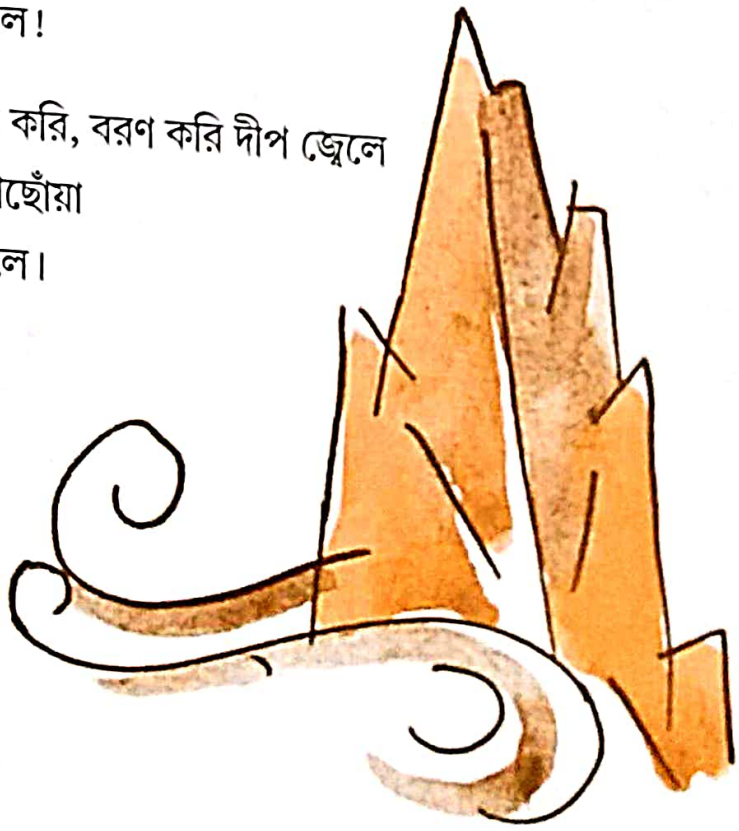

প্রকৃতির প্রতিশোধ

শালবনী নদীতীরে লাবণীর বাড়ি
তার ছিল ফুলফোটা নীলরঙা শাড়ি।

আর ছিল রোদ্দুর লাবণীর চোখে
রোদ নাকি নিয়ে যেত রূপকথালোকে।

লাবণীর রূপকথা বেশ রঙচঙে
রূপকথা সেজেছিল রামধনু রঙে।

আজ আর রোদ নেই, নেই রূপকথা
স্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙে লিক্‌পিকে লতা।

বাপ্‌-মাতো কেউ নেই, চারদিক ফাঁকা
সবকিছু বদলেছে বন্যার চাকা।

ঘরবাড়ি ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে রোদ
প্রকৃতি নিয়েছে নাকি জোর প্রতিশোধ।

ভালো হত ওরা 'স-ব' ফিরে পেত যদি
সুখে-দুখে ভেসে চলে জীবনের নদী।

প্রতিশ্রুতি

পদ্যে আঁকি নদীর পাশে
গ্রাম
হয়তো নদীর ধানসিঁড়িটি
নাম–
বাঁকতে বাঁকতে নদী অনেক
দূর
কেমন যেন বাউল বাউল
সুর।
গ্রামটার কত শান্ত শান্ত
মুখ
পাখির শিসে উপচে পড়া
সুখ।
পদ্যে আসে ওই গ্রামেতে
ভোর
স্বপ্ন দেখার প্রতিশ্রুতি
তোর।
স্বপ্নের রঙ ধানের শিষে
দুধ
নবান্ন গান সোম মঙ্গল
বুধ।
কাজেম আলি আমার পাড়ার
লোক
দু'চোখ জুড়ে বিন্দু বিন্দু
শোক।

পলাশবাবুর এই পাড়াতেই
বাস
শিশির ভেজা সবুজ দূর্বা
ঘাস।
সবার কথা সবাই ভাবে
খুব
মাছরাঙা দেয় ঝুপুস করে
ডুব।
গ্রামটার বুকে ফাগুন আসে
যায়
আগুন যেন লাট্টুতে পাক
খায়।
কৃষ্ণচূড়ার রঙ ছড়ানোর
দিন
উপচে ওঠে হাজার খুশির
বিন।
অংশিকা, তুই চোখের পাতা
খোল
পদ্যে আঁকা গ্রামটাতে আজ
দোল!

ভারতবর্ষ

দেশ বললে ভারতবর্ষ
দেশ বললে মা
আমার মায়ের তুলতুলে গাল
আলতা পরা পা।

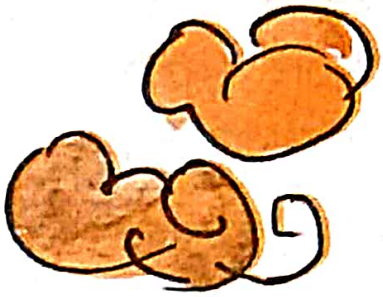

দ্বেষ বললে হিংসে বিভেদ
দ্বেষ বললে ভাগ
দেশের গায়ে দ্বেষের ফলায়
লাল রক্তের দাগ।

শেষ বললে সবই তো শেষ
শেষ বললে নাশ
ধ্বংস ধ্বংস খেলতে গিয়ে
কোথায় করি বাস?

দেশ বললে জন্মভূমি
দ্বেষ বললে ক্রোধ
দেশের কথা দ্বেষের ব্যথা
বোঝে না নির্বোধ।

দেশ বললে স্বদেশ বুঝি
দ্বেষ বললে খুন
হায় রে কপাল জন্মভূমির
মুখেতে দেয় চুন!

দেশ বললে মাতৃপূজা
দ্বেষ বললে ছেদ
মন্ত্রীমশাই দেশব্রতে
বাড়ায় কথার মেদ।

স্বপ্নগুলো যায় পালিয়ে
হাতের ফাঁকে গলে
তবুও দেশ থাকবে জানি
দ্বেষের জ্বালায় জ্বলে।

দেশ বললে বসুন্ধরা
দেশ বললে ধাত্রী
প্রণাম জানাই সাত-পুরুষের
ওগো জনমদাত্রী।

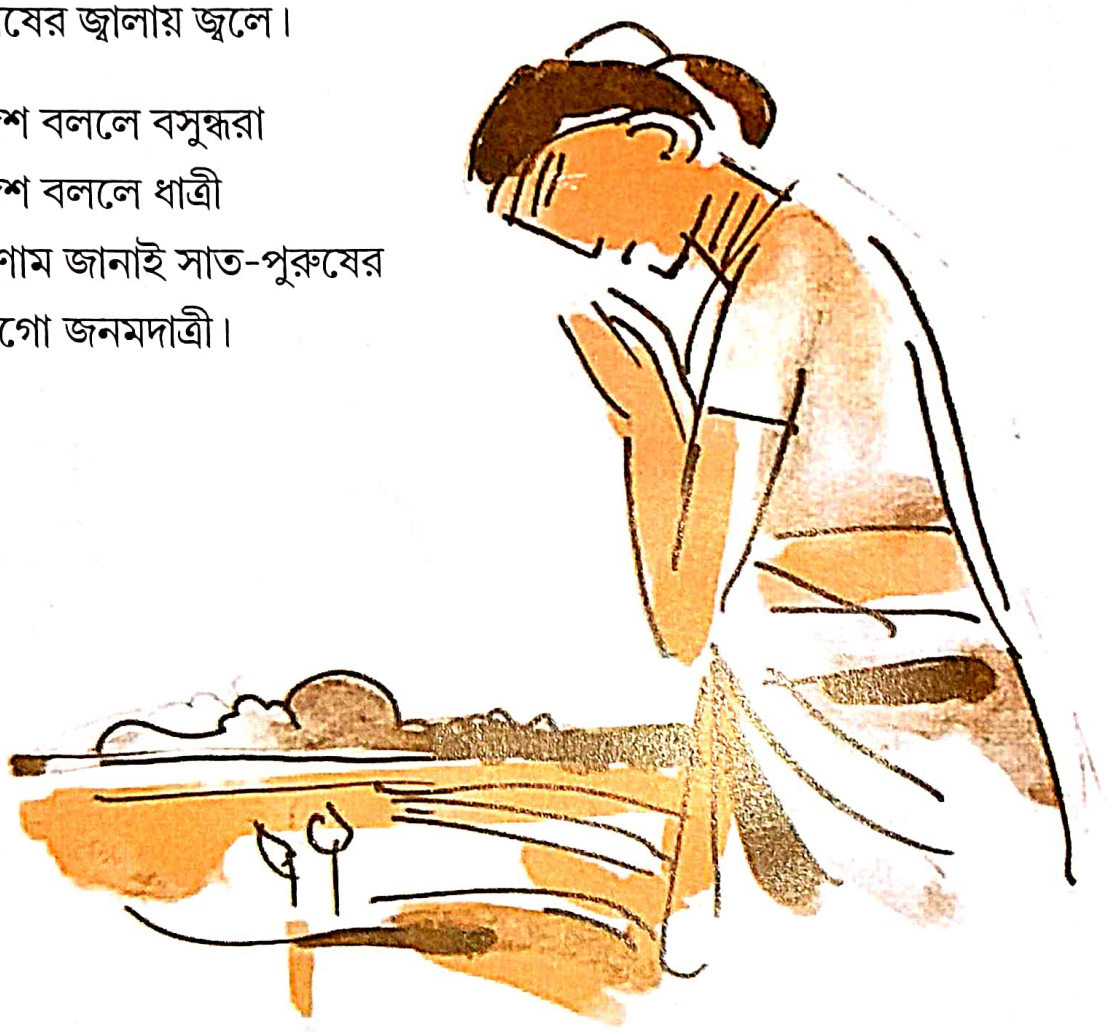

লিমেরিক

১

একটা ফড়িং বিপ্লবী আর একটা ফড়িং জল্লাদ
ব্যাপারটা তো ভীষণ বোরিং একটুও নেই আহ্লাদ।
উড়তে উড়তে ধাক্কা খাওয়া
যখন তখন অক্কা যাওয়া
পুরাণ থেকে মুখ বাড়াচ্ছে তাড়কাসুর-প্রহ্লাদ।

২

সারাদিন কী করিস, কী ভাবিস তুই
সবকিছু বাদ দিয়ে ঘুম খাওয়া দুই।
বদ মাথা চালিয়ে
স্কুল থেকে পালিয়ে
চল তবে ছিপে ধরি শোল ল্যাঠা রুই।

৩

সবাই বলে, দিন ভালো নয়, আগের মানুষ কই?
কোথায় গেল এই জীবনের একমুঠো হইচই?
কোথায় গেল স্বপ্নের দিন
খুশির সানাই তাক্-ধিনা-ধিন...
সব হারিয়ে আমরা খুঁজি স্বর্গে ওঠার মই?

মহাপুরুষ

স্বপ্নে দেখি আমিই হলাম ইতিহাসের বীরসা
বিষয়টা খুব গোপন রাখি, বাড়তে পারে ঈর্ষা।
মনের মধ্যে গেঁথে আছে শক্ত একটা বঁড়শি
একটু একটু বুঝতে পারে পরিজন আর পড়শি।
বউ বলেছে, সংসারী হও, রাষ্টো-ফাস্টো ছাড়ো—
মনের মধ্যে জাগে জঙ্গল দেবতা টাঁড়বারো।

আবার সেদিন স্বপ্ন দেখি আমি মার্টিন লুথার
বাস্তবে তো সবাই জানে ব্যবসা করি সুতার।
বড়বাজারে সুতার দোকান, বউবাজারে বাড়ি
প্রকাশ পেলে এই ইতিহাস হবেই বাড়াবাড়ি।
সাদা-কালো মানুষের ভিড়, মনে গভীর শক্তি
মানুষের মাঝে পায় না তফাৎ এক ধান, একরত্তি।

বীরসা নাকি মার্টিন লুথার, চলতে থাকে দ্বন্দ্ব
আমার মধ্যে যেজন আছে, স্তব্ধ পত্ররন্ধ্র।
স্বপ্ন এসে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ এসব করে হাইজ্যাক।
সব বাদ দিয়ে এই এবারে হলাম শুধু আইজ্যাক।
মাধ্যাকর্ষণ, বিপরীত ক্রিয়া সবই প্রতিক্ষণ ঘটছে
মহাকাশ জুড়ে খুব রাজনীতি কে কার উপর চটছে?
এসব খবর রাখতে গিয়ে হয়তো খানিক ক্লান্ত
খেয়াল আছে বিজ্ঞানীরা এর চেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত।

সবচে ভালো শান্ত মনে, এবার হবো খ্রীষ্ট
বিশ্ব তো আজ শৃঙ্খলাহীন, সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ।

তোমরা যারা পাপের পথে, একমুঠো নাও ক্ষমা
আলোর পথে উঠে এসে দুঃখতে দাও কমা।
পৃথিবীর রঙ শান্তি শান্তি; ফুল, শিশুরা হাসে
হিংসা মুক্ত জীবন-নদী স্পন্দন ভালোবাসে।

হওয়ার আছে অনেক কিছুই চাওয়ার আছে বাকি
ইচ্ছে তো হয় রঙ ছড়িয়ে ফুলের মতো থাকি।
সুখের ফানুস উড়ছে হাওয়ায়, যাচ্ছে দেখা দিশা
লিওনার্দো স্বর্গে আজও আঁকছে মোনালিসা।
যত চলি পা চালিয়ে স্বপ্ন আগে আগে
তাই তো মনে মহাপুরুষ হওয়ার নেশা জাগে।

বাবা ও মেয়ে

হাঁটি হাঁটি করে মেয়ে
হাঁটে সবে দু-পা
লোকে বলে, বড়বেশি
মেয়ে অপরূপা।

ফুল ফুল সৌরভ, মধুর ধারা
গায়ে যেন লেগে
বুক হতে স্নেহ নামে
ঝরণার বেগে।

লালটুক্ লালটুক্ বেদানার গাল
বড়ো হাসিমুখী।
বাবা হয়ে মনে হল
আমি কত সুখী!

আব্লায় আব্লায়, বলে বাব্বা
ফুল ফোটে মনে
আমি বলি, কোথা ছিলি
পলাশের বনে?

দোল্ দোল্ দোল্না খুশির মাদল
ঘুমু ঘুমু গানে—
যখনই সে কেঁদে ওঠে
ব্যথা লাগে প্রাণে।

বাবা ও মেয়ে

হাঁটি হাঁটি করে মেয়ে
হাঁটে সবে দু-পা
লোকে বলে, বড়বেশি
মেয়ে অপরূপা।

ফুল ফুল সৌরভ, মধুর ধারা
গায়ে যেন লেগে
বুক হতে স্নেহ নামে
ঝরণার বেগে।

লালটুক্ লালটুক্ বেদানার গাল
বড়ো হাসিমুখী।
বাবা হয়ে মনে হল
আমি কত সুখী!

আব্লায় আব্লায়, বলে বাব্বা
ফুল ফোটে মনে
আমি বলি, কোথা ছিলি
পলাশের বনে?

দোল্ দোল্ দোল্না খুশির মাদল
ঘুমু ঘুমু গানে—
যখনই সে কেঁদে ওঠে
ব্যথা লাগে প্রাণে।

ভাবতে ভাবতে কত দূর যাই
মেয়েটা ঘুমায়—
মন ভরে গেল শুধু
ক'খানা চুমায়।

দিন যায় মাস যায়, হাট্টি মা টিম
সা রে গা মা পা ধা
মেয়ে আঁকে তুলি দিয়ে
বক সাদা সাদা।

কত কী যে ভাবি মনে
জানে মহাকাল
কচি কচি দুটো হাতে
খুশির সকাল

আঁকতে গিয়ে

চাঁদনগরের চন্দ্রবাবু চাঁদের ছবি এঁকে
লক্ষ্য করেন চাঁদটা যেন যাচ্ছে দূরে বেঁকে।
কয়েকটা মেঘ মিছিল করে পড়ছে যেন গীতা
একটা মেঘের টুকরো দেখি সোঁদরবনের চিতা।
একটু দূরে উড়ন্ত রথ দুরন্ত তার দৌড়
এইতো বুঝি পৌঁছে যাবে শশাঙ্কের ওই গৌড়।
ঝুম্ ঝুমাঝুম্ তারার পাড়া আকাশে দীপ জ্বলে
আব্ছা আলোর গাছপালা সব স্বপ্ন ছুঁতে বলে।

চাঁদনগরের চন্দ্রবাবু আঁকেন রাতের পাখি
ভোর হল না তাই তো পাখির নেই তো ডাকাডাকি।
পাখির ঠোঁটে একটা চিঠি যাচ্ছে পরীর দেশে
নয়নতারা ফুল ফুটেছে মেঘবালিকার কেশে।
ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকলো কোথায় হয় না জানাজানি।
দিনের আলো ফুটবে না তাই হচ্ছে কানাকানি।
দখিন বাতাস দৌড়ে বেড়ায় জান্‌লা আছে খোলা
সব মিলিয়ে রাতের ছবি বড়োই আত্মভোলা।

শান্তিনিকেতন

আমার যখন বয়স টাপুর টুপুর
দুপুরগুলো দৌড় দিত দ্রুত
মনের মধ্যে অজস্র জিজ্ঞাসা
মৌমাছিরা মুখ কখনও ধুতো?

আমার যখন বয়স ইকিড়মিকিড়
মন ছুটে যায় কাঠবিড়ালীর লেজে
সারাদুপুর বনবাদাড়ের ধারে
ঘুরে বেড়াই রাখালরাজা সেজে।

আমার যখন বয়স সোনার কাঠি
মায়ের মুখে আমিই শুধু সোনা
রাজকুমারীর রাজ্যতে দিই পাড়ি
রাক্ষুসীদের করতে তুলোধোনা।

আমার যখন বয়স দুধে-ভাতে
চাই না খেতে দুধের কোনো কিছু
পাড়ায় কোনো চড়ুইভাতি হলে
চড়ুই সেজে ঘুরি তাদের পিছু।

আমার যখন বয়স ধিতাং ধিতাং
ডুব-সাঁতারে খুব হয়েছি দড়
আঁকার খাতায় মনোযোগ দিই, আরও
রঙবেরঙের আঁকছি জীব আর জড়।

আমার যখন বয়স চু-কিত্-কিত্
শীতের দিনে একটুও নেই শীত
মাঠের ধুলো ওড়াই পাখির মতো
কিচিরমিচির সমবেত সঙ্গীত।

আমার যখন বয়স 'বোধোদয়'
'কথামালা'র মধ্যে আছি ডুবে
সুবোধ বালক হওয়ার ইচ্ছে জাগে
দুষ্টুমিরা যাচ্ছে যেন উবে।

আমার যখন বয়স ছড়ার পাতা
ছন্দকথার ফুল ফুটেছে মুখে
মনের মধ্যে জ্যান্ত পংক্তিগুলো
রাজার রাজা, ভীষণই টুকটুকে।

আমার যখন বয়স ভোরের আলো
জান্‌লা খুলি আলোর আমন্ত্রণে
খোলা আকাশ হাত বাড়িয়ে ডাকে
কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে।

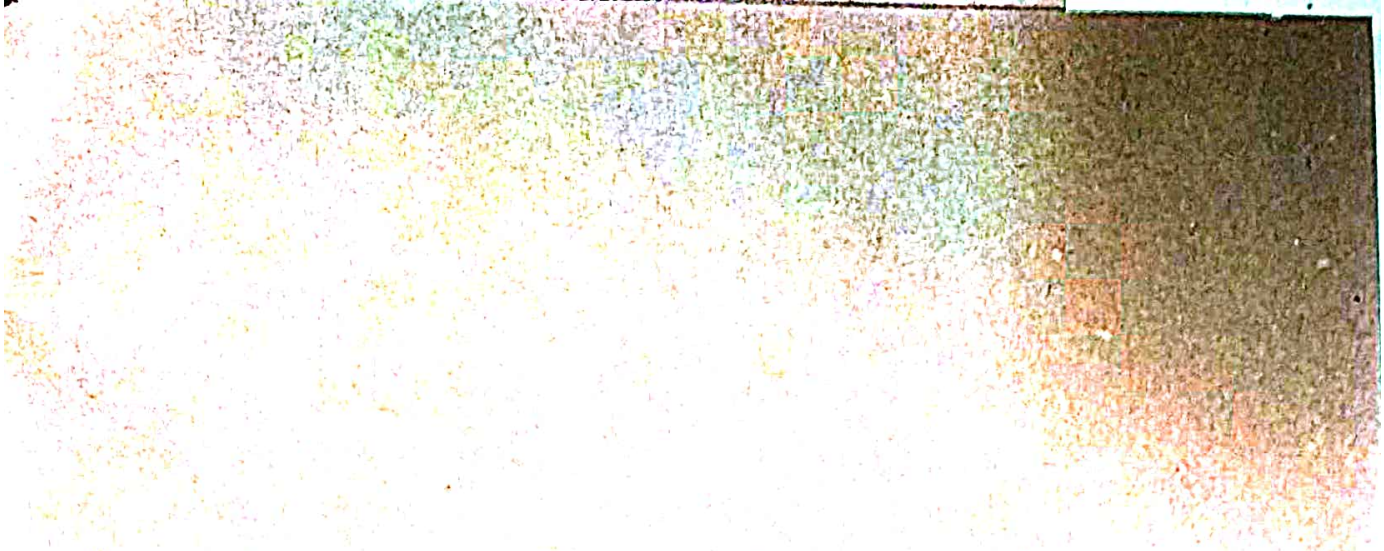

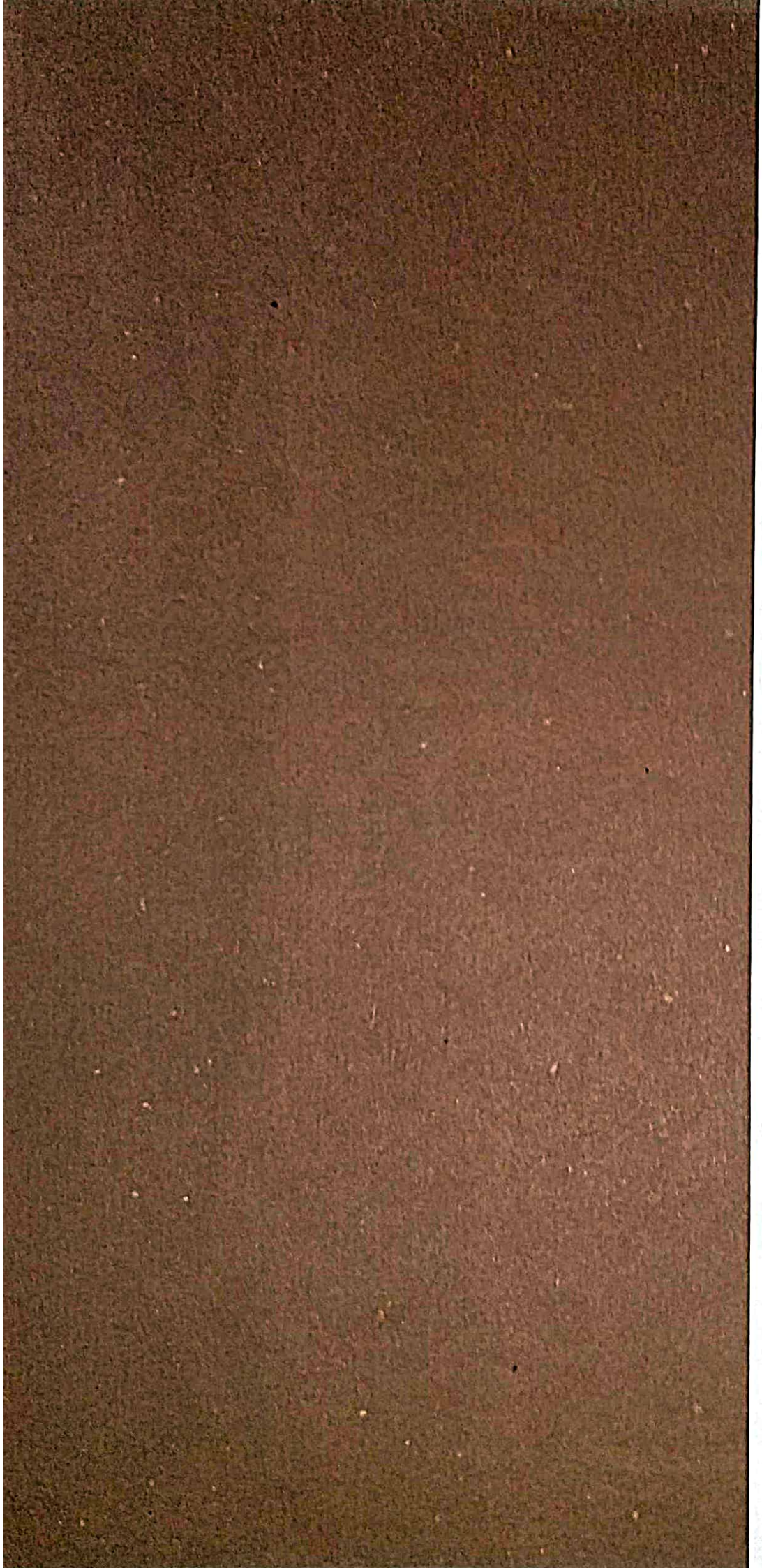

জন্ম ঃ ১৯৮১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বাবা — গৌরবরণ দাস, মা '— নমিতা দাস। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। এছাড়া মাসকমিউনিকেশন নিয়েও পড়াশুনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লেখালেখি ছেলেবেলা থেকে। প্রথম লেখা প্রকাশ 'দীপশিখা' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় (১৯৯৮)। তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ২০০৪। কবি প্রায় দেড় দশক লেখালেখি করছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সংকলনে। সম্পাদনা করেন 'একতারা' সাহিত্য পত্রিকা। তিনি গড়ে তুলেছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক দুটি অন্যধারার প্রতিষ্ঠান — 'বাংলার মুখ' ও 'মেনকাবালা দেবী স্মৃতি সংস্কৃতি আকাদেমি'। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পেয়েছেন সুধারানী রায় স্মৃতি পুরস্কার (২০০৪); বাদুদেব সরকার স্মৃতি পদক (২০০৬); রোটারী লিটারেচার অ্যাওয়ার্ড (২০০৬); ১০০ ডায়মণ্ড গণ সংবর্ধনা (২০০৮); পাঞ্চজন্য সাহিত্য পুরস্কার (২০১০); শতবার্ষিকী সাহিত্য সম্মাননা (২০১১)। সম্প্রতি সার্ক কালচারাল ফোরাম থেকে তিনি এশিয়ান কালচারাল লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (২০১৪) পেয়েছেন। ফুলের সৌরভ নয়, জীবনের সৌরভ উন্মোচনই কবির সারা জীবনের সাধনা।

বুকের ভেতর ময়ূরাক্ষী

অবশেষ দাস

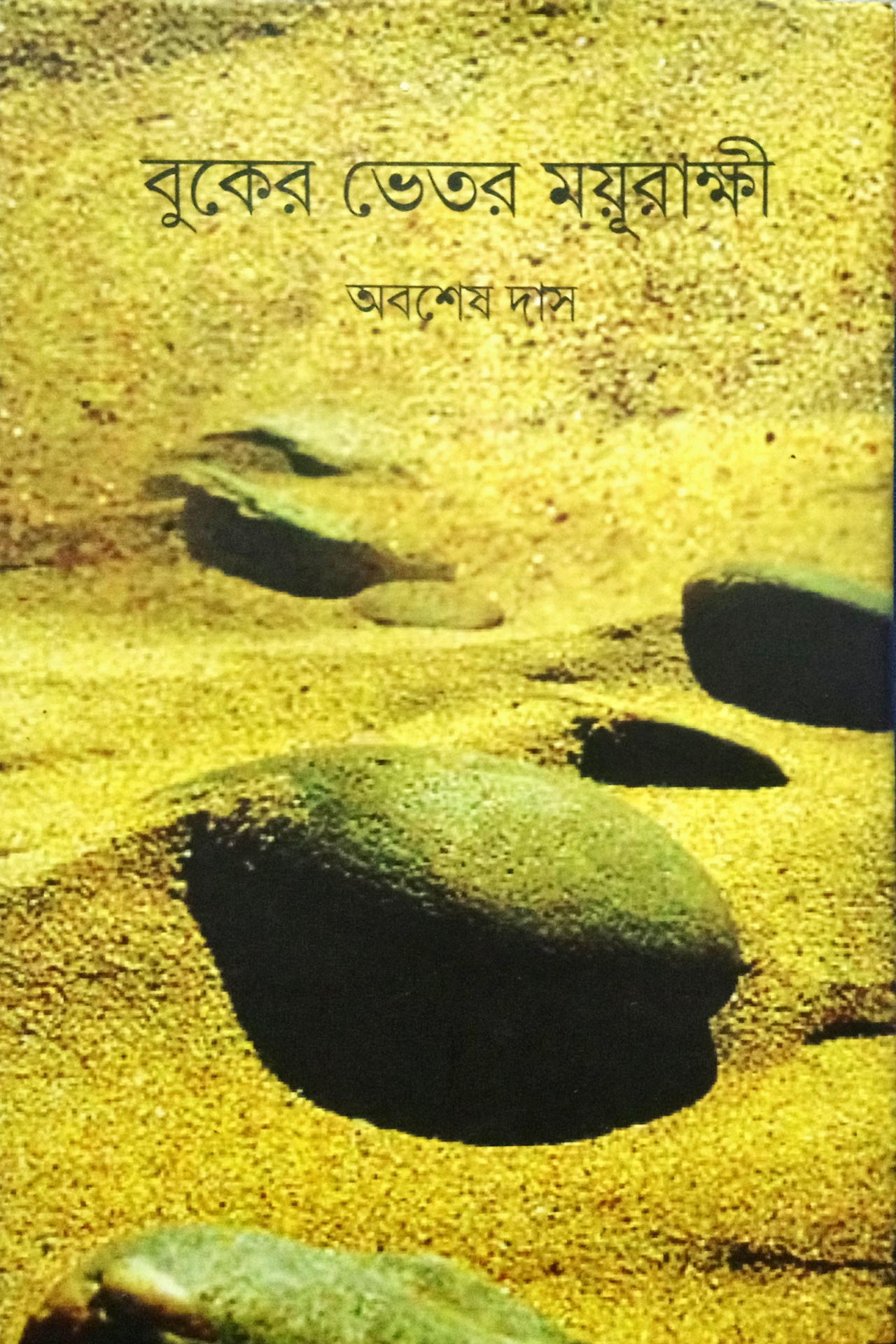

বুকের ভেতর ময়ূরাক্ষী

অবশেষ দাস

কবিতা আশ্রম

বুকের ভেতর ময়ূরাক্ষী
একটি বাংলা কবিতার সংকলন
অবশেষ দাস

BUKER VETOR MAYURAKSHI
A Collection of Bengali Poems
by Abashesh Das

স্বত্ব অংশিকা দাস ও অভিমান দাস

© Anshika Das & Abhimaan Das

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২১

1ST PUBLISHED
December 2021

প্রকাশক

PUBLISHER

কাকলি রায়চৌধুরী
কবিতা আশ্রম প্রকাশন
চাঁপাবেড়িয়া, বনগাঁ
উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩২৩৫

Kakali Roychowdhury
Kabita Ashram Prakashan
Champaberia, Bongaon
North 24-Pgs-743235

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
সুবোধ বারই
প্রযত্নে, কণিকা এন্টারপ্রাইজ
২৯ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

DTP & PRINTING
Subodh Barai
C/o Kanika Enterprise
29 Beniatola Lane
Kolkata-700 009

প্রচ্ছদ
চিত্রসেন

COVER
Chitrasen

আইএসবিএন
৯৭৮-৮১-৯৫০৪০৪-৬-৯

ISBN
978-81-950404-6-9

মূল্য
২০০.০০

PRICE
200.00

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

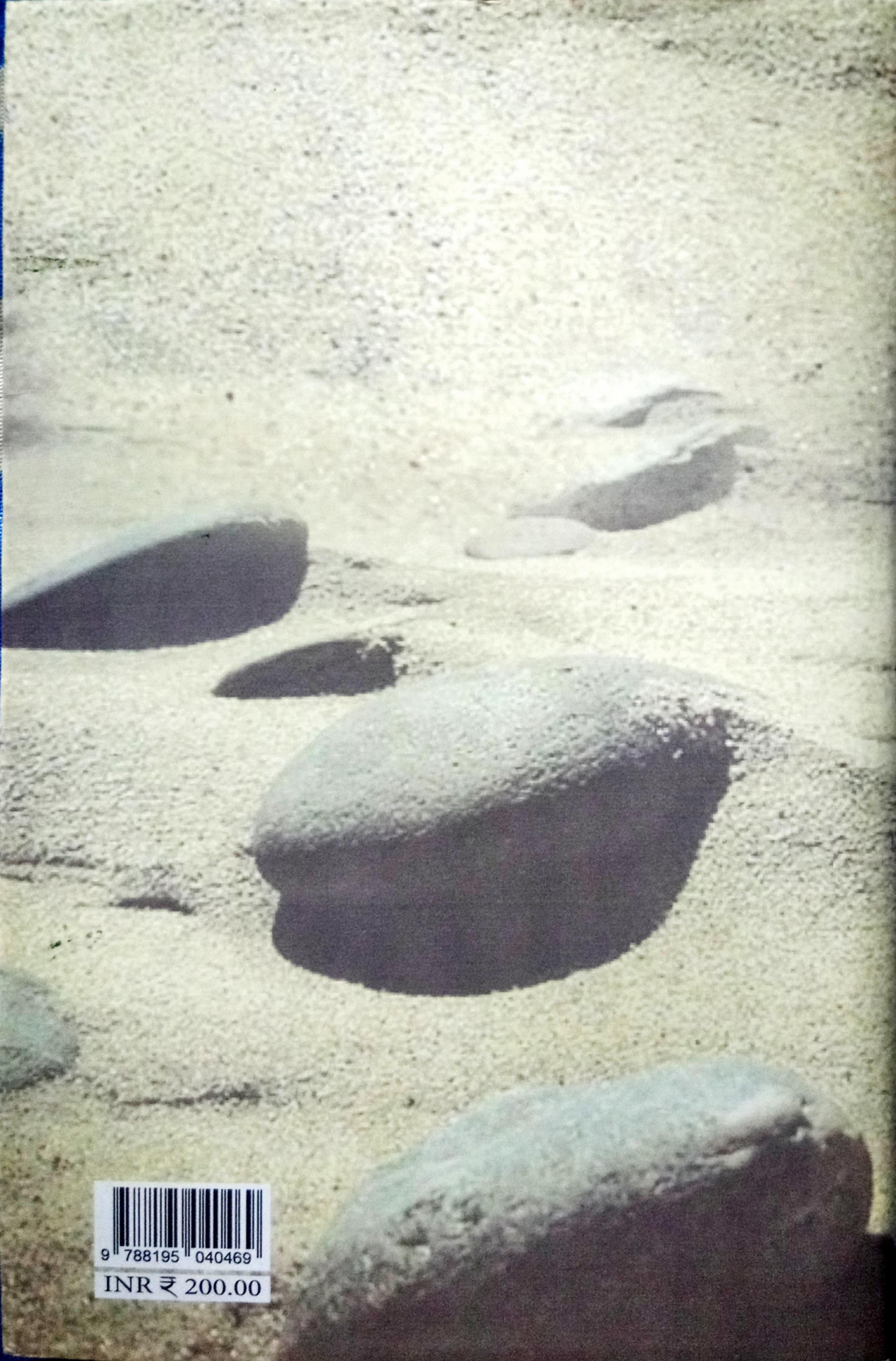

9 788195 040469
INR ₹ 200.00

কিশোর কবিতা সংগ্রহ

অবশেষ দাস

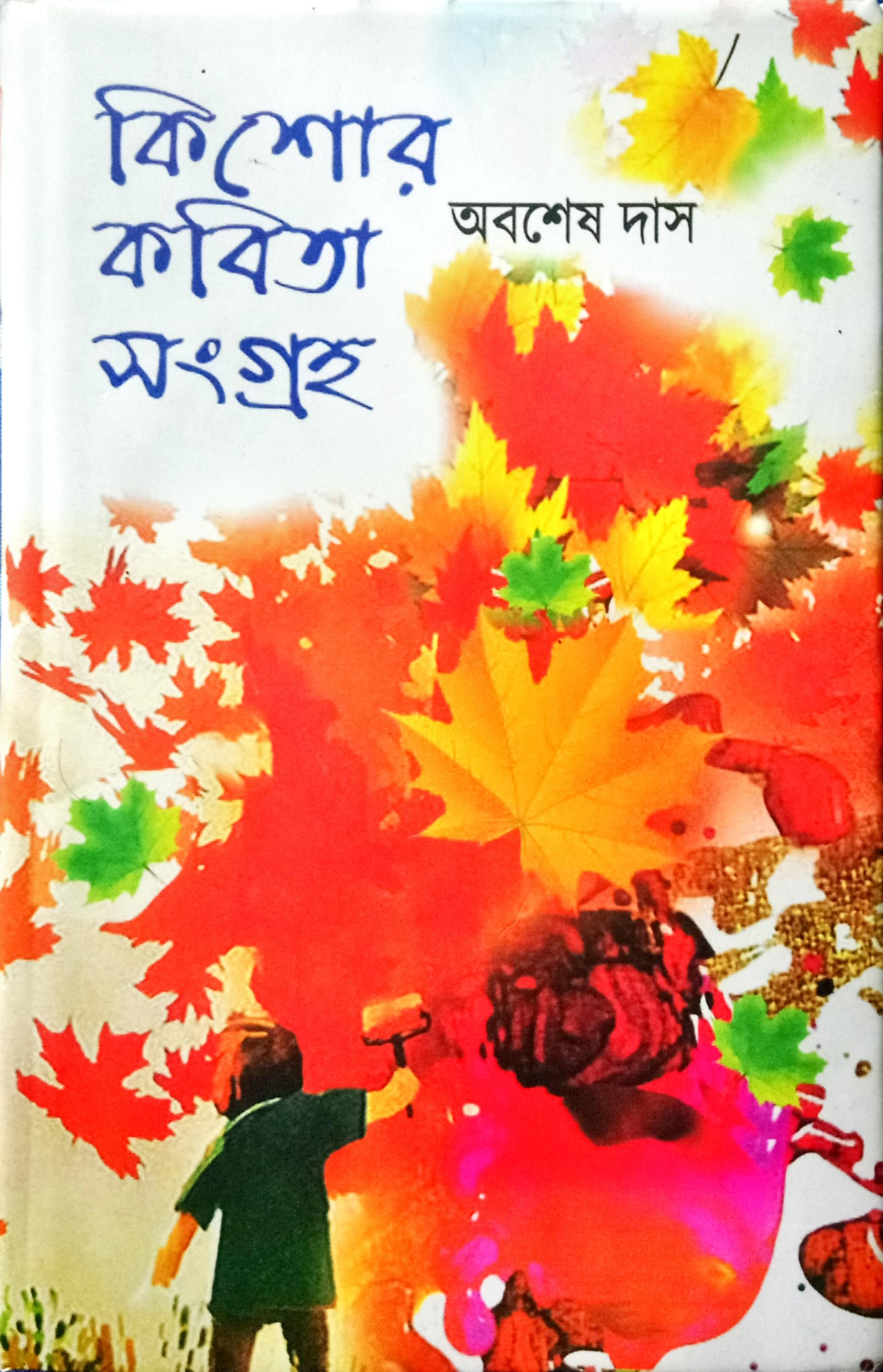

Kishor Kobita Sangraho
By Abashesh Das

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব অংশিকা দাস ও অভিমান দাস

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গা ঙ চি ল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা ৭০০ ১১১
gangchiladhir@gmail.com; www.facebook.com/gangchil

বিক্রয়কেন্দ্র
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (বর্ণপরিচয়, দোতলা, গেট ৩) স্টল নং সি (পি) ৬
কলকাতা ৭০০ ০০৭ ফোন ০৩৩ ২২৪১ ০৪০৪ (দুপুর ১টা থেকে ৭টা)
মোবাইল ৯৪৩২৯ ৯১৫৩০; ৩২৪ ০৭৬৬৫

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদচিত্র ইন্দ্রনীল ঘোষ
অক্ষরবিন্যাস সমন্বিতা নন্দী
এডিটিং সুচেতনা দে

ISBN 978-93-90621-70-5
দাম ৪০০.০০ টাকা

ISBN 978-93-90621-70-5

পাইন রঙের শাড়ি

অবশেষ দাস

পাইন রঙের শাড়ি

অবশেষ দাস

কারুলিপি

PINE RONGER SHARE
A Collection of Selected Poemes in Bengali
by Abashesh Das

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২
কারুলিপি সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ISBN 978-93-93841-54-4

প্রচ্ছদ বিধান দেব

স্বত্বাধিকারী © অংশিকা দাস ও অভিমান দাস

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই পুনরুৎপাদন কিংবা পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না।

অলঙ্করণ
গগন ডিটিপি সেন্টার

প্রকাশক
কারুলিপি
প্রযত্নে, *পত্রপাঠ*
১০বি, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯
চলভাষ : ৮৩৩৪৯২৭৮৯১/৮০১৬১০০৯৮৫
Whats app/Telegram : 9903192443
e-mail : karulipipublication@gmail.com
www.karulipi.com

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ
কারুলিপি
৪৩ বি, উল্টোডাঙা রোড, কলকাতা-৭০০০০৪
চলভাষ : ৮২৪০৫৪৩২৪০

₹ ২০০

কারুলিপি

দুই বাংলা মিলিত হোক
কারুলিপির বন্ধনে

ISBN 978-93-93841-54-4

9 789393 841544

www.karulipi.com